অধ্যায় ০২

হিন্দুধর্মের বিশ্বাস, উৎপত্তি ও বিকাশ

Faith, Origin and Manifestation of Hinduism to History

পরিচ্ছেদ ২ হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

এ পরিচ্ছেদে অনন্য A+ সংযোজন

এক নজরে পরিচ্ছেদ বিশ্লেষণ | প্রস্তুতি সহায়ক সুপার কুইজ | শিখনফল ও টপিকের ধারায় প্রশ্নোত্তর | বোর্ড ও স্কুলের প্রশ্নোত্তর | মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্নোত্তর | যাচাই ও মূল্যায়ন

আলোচ্য বিষয়াবলি

▸ পাঠ- ১ : হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ▸ পাঠ- ২ : স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্র ▸ পাঠ- ৩ : আধুনিক ধর্ম সংস্কারের যুগ।

ভূমিকা পরিচ্ছেদের প্রাথমিক ধারণা

বিশ্বে প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দুধর্ম অন্যতম প্রাচীন ধর্ম। এর প্রাচীন নাম সনাতন ধর্ম। এই সনাতন ধর্মের কোনো নির্দিষ্ট প্রবর্তকরূপে কোনো ব্যক্তিকে নির্দেশ করা যায় না। এ ধর্মের মূলে রয়েছেন ভগবান স্বয়ং। জগৎ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এ ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। তবে মানব সভ্যতার কোনো বিস্মৃত অতীতে কেনো আদিম মানবমনে প্রথম ধর্মবোধ জেগে ওঠে সেখান থেকে এ ধর্মের যাত্রা শুরু। মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে এ ধর্মের বিকাশ ও প্রসার লক্ষণীয়। বহিরাগত আর্য সম্প্রদায়ের ধর্মমতের সঙ্গে প্রাগার্য ধর্মমতের সংশ্লেষণে হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। হিন্দুধর্ম চিন্তায় একেশ্বরবাদ, অবতারবাদ, ঈশ্বরের গুণ ও শক্তি হিসেবে দেব-দেবীর উপাসনা ও পূজা পদ্ধতির পরিচয় মেলে। ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বেদ, উপনিষদ (বেদান্ত), পুরাণ, গীতা, ভাগবতের প্রকাশ ঘটে এবং দার্শনিক চিন্তায়ও বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সনাতন ধর্মের সংস্কার ও ধর্মসাধনার নব নব রূপ এক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। রাজা রামমোহন রায়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রভু জগদ্বন্ধু, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, বাবা লোকনাথ, হরিচাঁদ ঠাকুর, স্বামী স্বরূপানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দ, এ.সি. ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রমুখ ধর্মগুরুর গৌরবময় অবদান হিন্দুধর্মকে আধুনিকতার পরিমন্ডলে উন্নীত করেছে। এদের সকলের প্রচেষ্টায় হিন্দুধর্ম বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে।

এক নজরে পরিচ্ছেদ সূচি — পরিচ্ছেদে প্রতিটি বিষয় যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে

- Part-01 : বিশ্লেষণ (Analysis) ---- পৃষ্ঠা ৯২
  - বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ ---- পৃষ্ঠা ৯২
  - লেখচিত্রে বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ ---- পৃষ্ঠা ৯২
  - শিখনফল বিশ্লেষণ ---- পৃষ্ঠা ৯২
- Part-02 : অনুশীলন (Practice) ---- পৃষ্ঠা ৯৩
  - সুপার কুইজ ---- পৃষ্ঠা ৯৩
  - বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ৯৩
    - ☑ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর : নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত ---- পৃষ্ঠা ৯৩
    - ☑ পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর : চূড়ান্ত সিলেবাসের আলোকে ---- পৃষ্ঠা ৯৪
  - সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর ---- পৃষ্ঠা ৯৭
  - জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ৯৯
  - সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ১০০
    - ☑ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : পাঠ্যবইয়ের শিখনফল সূত্র সংবলিত ---- পৃষ্ঠা ১০০
    - ☑ সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত ---- পৃষ্ঠা ১০১
    - ☑ শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত ---- পৃষ্ঠা ১০৮
    - ☑ মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : বিষয়বস্তুর ধারায় উপস্থাপিত ---- পৃষ্ঠা ১১০
- Part-03 : এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স (Exclusive Suggestions) ---- পৃষ্ঠা ১১১
- Part-04 : যাচাই ও মূল্যায়ন (Assessment & Evaluation) ---- পৃষ্ঠা ১১২

PART 01 বিশ্লেষণ Analysis

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও পাঠ্যবইয়ের শিখনফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিচ্ছেদের গুরুত্ব নির্ধারণ

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ

ছকে বিশ্লেষণ : এ পরিচ্ছেদ থেকে বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষায় (২০১৫–২০২৪) কয়টি বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন এসেছে তা নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো। ছকের বিশ্লেষণ দেখে শিক্ষার্থী নিজেই বুঝতে পারবে পরিচ্ছেদটি এবারের বোর্ড পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

বোর্ড / সাল	ঢাকা		রাজশাহী		যশোর		কুমিল্লা		চট্টগ্রাম		সিলেট		বরিশাল		দিনাজপুর		ময়মনসিংহ	
	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ
২০২৪	০	০	০	১	১	০	০	১	০	০	৪	০	২	০	১	০	২	১
২০২৩	২	১	২	১	২	১	০	১	২	০	৫	১	০	০	৩	১	২	১
২০২০	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১
২০১৯	১	১	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	১	১	০	০	০
২০১৮	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২০১৭	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	০
২০১৬	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	০	০
২০১৫	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	০	০
মোট	৬	৪	৬	৪	৭	৩	৪	৪	৬	২	১৩	৩	৬	৩	৮	৩	৪	৩

লেখচিত্রে বিশ্লেষণ : এ পরিচ্ছেদটি স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাতে লেখচিত্রে বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো। বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল উভয় লেখচিত্রের X অক্ষে 'বোর্ড' এবং Y অক্ষে 'প্রশ্নসংখ্যা' উপস্থাপিত হলো।

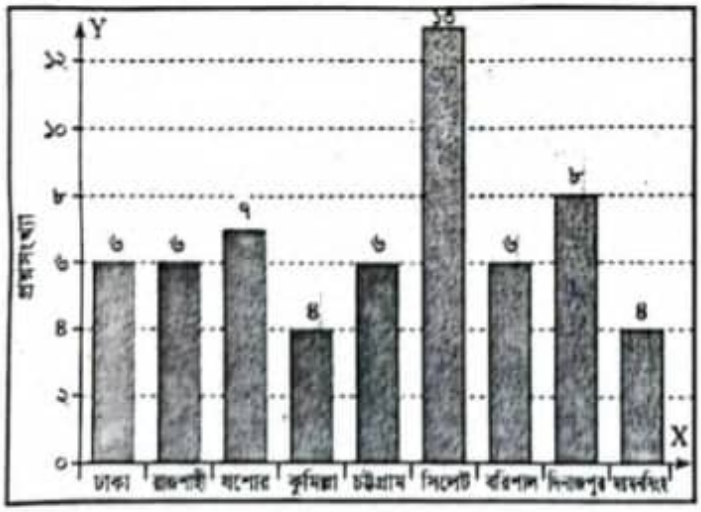

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন বিশ্লেষণ

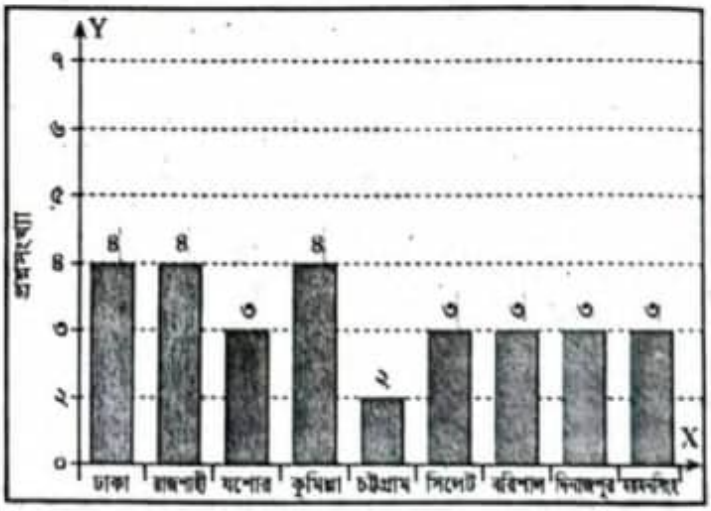

সৃজনশীল প্রশ্ন বিশ্লেষণ

সহজ প্রস্তুতির জন্য এক নজরে পরিচ্ছেদের গুরুত্ব

শিখনফল বিশ্লেষণ : এ পরিচ্ছেদটি স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদের শিখনফল বোর্ড মার্কিংয়ের মাধ্যমে নিচের ছকে তা দেখানো হলো–

শিখনফল	বোর্ড ও সাল	গুরুত্ব
শিখনফল ১ : হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করতে পারব।	[ম. বো. '২৪; সকল বোর্ড '১৭]	★★★
শিখনফল ২ : বাংলাদেশে হিন্দুধর্ম তথা সনাতন ধর্ম প্রচার, সংস্কার ও বিকাশে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।	[ঢা. বো. '২৩, '২০, '১৯; রা. বো. '২৪, '২৩, '২০; য. বো. '২৩, '২০, কু. বো. '২৪, '২৩, '২০; চ. বো. '২০; সি. বো. '২০; ব. বো. '২০, '১৯; দি. বো. '২৩, '২০; ম. বো. '২৪, '২৩, '২০]	★★
শিখনফল ৩ : হিন্দুধর্মের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে তা সমুন্নত রাখতে উদ্বুদ্ধ হব।		★

PART 02 অনুশীলন Practice

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য ১০০% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে শিখনফল এবং টপিকের/বিষয়বস্তুর ধারায় প্রশ্ন ও উত্তর

সুপার কুইজ

যেকোনো বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের নিশ্চয়তায় অনুচ্ছেদের লাইনের ধারায় কুইজ আকারে প্রশ্ন ও উত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী, নতুন পাঠ্যবইয়ের অনুচ্ছেদ ও লাইনের ধারাবাহিকতায় ভিন্ন ধারার কুইজ টাইপ প্রশ্নাবলি এ অংশে সংযোজন করা হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর ঝটপট পড়ে নাও। এরপর বহুনির্বাচনি অংশের প্রশ্নোত্তরের অনুশীলন করো। দেখবে, সহজেই যেকোনো বহুনির্বাচনির সঠিক উত্তর নিশ্চিত করা যাচ্ছে।

হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩৪

১. হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশকে কয়টি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে? উ: তিনটি
২. বৈদিক পূজা পদ্ধতি কেমন ছিল? উ: হোমভিত্তিক
৩. বৈদিক ধর্মগ্রন্থের কয়টি ভাগ রয়েছে? উ: চারটি
৪. যাগযজ্ঞের অনুশীলন করে আর্যগণ কোন দুইটি বস্তুর প্রার্থনা জানাতেন? উ: শ্রী ও ধী
৫. হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থের নাম কী? উ: বেদ
৬. প্রধান ও প্রামাণ্য উপনিষদ কতটি? উ: বারটি
৭. ভাগবত কাদের ধর্মগ্রন্থ? উ: বৈষ্ণবদের
৮. জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে কী বলা হয়? উ: ধী
৯. হিন্দুধর্মের অপর নাম কী? উ: সনাতন ধর্ম

স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্র ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩৬

১০. কোন যুগে হিন্দুধর্মে ভক্তির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়? উ: পৌরাণিক যুগে
১১. শক্তি ব্যতীত কার কর্মক্ষমতা থাকে না? উ: শক্তিমানের
১২. কার উদার আহ্বানে হিন্দুধর্মের সমন্বয়-চেতনা বিবৃত হয়েছে? উ: ভগবান শ্রীকৃষ্ণের
১৩. কোনটি ছাড়া অগ্নির কল্পনা অসম্ভব? উ: দাহিকাশক্তি

আধুনিক ধর্ম সংস্কারের যুগ ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩৭

১৪. কত সালে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ প্রতিষ্ঠা করা হয়? উ: ১৯৬৬ সালে
১৫. লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আদর্শের মূলমন্ত্র কতটি? উ: পাঁচটি
১৬. অযাচক আশ্রম কে প্রতিষ্ঠা করেন? উ: স্বামী স্বরূপানন্দ
১৭. 'ভারত সেবাশ্রম' কে প্রতিষ্ঠা করেন? উ: স্বামী প্রণবানন্দ
১৮. ব্রাহ্ম সমাজ কে স্থাপন করেন? উ: রাজা রামমোহন রায়
১৯. লোকনাথ ব্রহ্মচারী কোন বিভাগে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? উ: ঢাকা
২০. কত সালে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হয়? উ: ১৮৯৭ সালে
২১. শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর কত খ্রিষ্টাব্দে আবির্ভূত হন? উ: ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে
২২. আদিনাথ মন্দির কোথায় অবস্থিত? উ: মহেশখালী
২৩. বঙ্গীয় শব্দকোষ গ্রন্থের প্রণেতা কে? উ: হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৪. ১৯২১ সালে দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের সেবা করেন কে? উ: স্বামী প্রণবানন্দ
২৫. মতুয়া ধর্মের মূলমন্ত্র কী? উ: ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে হরিনামে মেতে থাকা
২৬. শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কত সালে আবির্ভূত হন? উ: ১৮৮৮ সালে
২৭. কত সালে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়? উ: ১৮৮৬ সালে
২৮. রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন কেন? উ: হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য
২৯. 'সৎসঙ্গ' ধর্মীয় সংগঠনটি কে প্রতিষ্ঠা করেন? উ: ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র
৩০. সৎসঙ্গের মূলনীতি কয়টি? উ: পাঁচটি
৩১. হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মনীতি থেকে কোন ধর্মের উদ্ভব হয়? উ: মাতুয়া ধর্ম
৩২. সৎসঙ্গীদের আদর্শ কী? উ: ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একত্রিত করে জীবন গঠন
৩৩. অখণ্ডমণ্ডলীর সংগঠনের নাম কী? উ: অযাচক আশ্রম
৩৪. স্বামী প্রণবানন্দ 'ভারত সেবাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন কেন? উ: জনগণের সেবার জন্য

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় নির্ভুল উত্তর সংবলিত A+ গ্রেড বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — প্রশ্নের মান ১

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

১. হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশকে কয়টি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে?
ক একটি খ দুটি
গ তিনটি ঘ চারটি
উত্তর: গ

২. কোন মহাপুরুষের প্রেমভক্তি অনুসরণ করে বাঙালি হিন্দুধর্ম চেতনার আকাশে শ্রীশ্রী প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের আবির্ভাব ঘটে?
ক ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র খ ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
গ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঘ হরিচাঁদ ঠাকুর
উত্তর: গ

৩. স্মৃতিশাস্ত্র বলতে বোঝায়—
i. জাগতিক এবং পারমার্থিক চিন্তার ক্রমবিকাশ
ii. জ্ঞান, ভক্তি ও রাজযোগের সমন্বয়
iii. কর্ম ও জ্ঞানের সংযোগ স্থাপন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i ও iii
উত্তর: গ

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
নৃপেন্দ্রনাথ মুখার্জী একজন উদার মনের মানুষ। তিনি তাঁর পিতার মৃত্যুবার্ষিকীতে অষ্টপ্রহর নামযজ্ঞের আয়োজন করেন। সেখানে তার গ্রামের উঁচু-নিচু, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে আমন্ত্রণ জানান। তার বাড়িতে সকলে নাম সংকীর্তনে মেতে উঠেন।

৪. উদ্দীপকের নৃপেন্দ্রনাথের চরিত্রে তোমার পঠিত কোন মহাপুরুষের আদর্শ ফুটে উঠেছে?
ক স্বামী স্বরূপানন্দ খ ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র
গ হরিচাঁদ ঠাকুর ঘ শ্রীচৈতন্যদেব
উত্তর: গ

৫. উক্ত মহাপুরুষের মতাদর্শ থেকে উদ্ভব হয়েছে—
ক ভক্তিবাদ খ মতুয়াবাদ
গ অযাচক আশ্রম ঘ সৎসঙ্গ সংগঠন
উত্তর: খ

বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় টপ গ্রেডেড বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — চূড়ান্ত সিলেবাসের আলোকে

হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩৪

৬. বৈদিক ধর্মগ্রন্থের কয়টি ভাগ রয়েছে? [দি. বো. '২৪]
(ক) তিনটি (খ) চারটি
[খ] (গ) দুটি (ঘ) ছয়টি

৭. বেদের জ্ঞানকাণ্ড কোনটি? [য. বো. '২৪]
(ক) সংহিতা উপনিষদ (খ) ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক
[গ] (গ) সংহিতা ও ব্রাহ্মণ (ঘ) আরণ্যক ও উপনিষদ

৮. সনাতন ধর্মকে নবীন বলা হয়েছে কেন? [চ. বো. '২৩]
(ক) যুগ বদলেছে বলে
(খ) যুগের সাথে খাপ খাইয়ে চলছে বলে
(গ) যুগের সাথে মেলেনি বলে
[ঘ] (ঘ) নতুন সৃষ্টি বলে

৯. যাগযজ্ঞের অনুশীলন করে আর্যগণ কোন দুইটি বস্তুর প্রার্থনা জানাতেন? [দি. বো. '২৩]
(ক) জ্ঞান ও প্রজ্ঞা (খ) ধন ও যশ
[ঘ] (গ) বল ও বিক্রম (ঘ) শ্রী ও ধী

১০. হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থের নাম কী? [বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ; গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, খুলনা]
(ক) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (খ) বেদ
[খ] (গ) রামায়ণ (ঘ) শ্রীচণ্ডী

১১. প্রধান ও প্রামাণ্য উপনিষদ কতখানা? [গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, খুলনা]
(ক) ১২ (খ) ১৬
[ক] (গ) ২০ (ঘ) ২৪

১২. ভাগবত কাদের ধর্মগ্রন্থ? [ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]
(ক) শৈব (খ) শাক্ত
[গ] (গ) বৈষ্ণব (ঘ) সৌর

১৩. হিন্দুধর্মের বিকাশমান বৈশিষ্ট্যকে কয়টি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে— [বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম]
(ক) ২টি (খ) ৩টি
[খ] (গ) ৫টি (ঘ) ৬টি

১৪. বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানা যায় কোনটিতে? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
(ক) বেদে (খ) রামায়ণে
[ক] (গ) উপনিষদে (ঘ) মহাভারতে

১৫. হিন্দুধর্মের বিকাশ হয়েছে কয়টি স্তরে? [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
(ক) ২ (খ) ৩
[খ] (গ) ৪ (ঘ) ৫

১৬. জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে কী বলা হয়? [বরিশাল সরকারি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়]
(ক) ধী (খ) শ্রী
[ক] (গ) অমৃততত্ত্ব (ঘ) আত্মতত্ত্ব

১৭. সনাতন ধর্মের মূলে কে? [রংপুর জিলা স্কুল]
(ক) দেবতা (খ) দেবী
[ঘ] (গ) পুরোহিত (ঘ) ভগবান স্বয়ং

১৮. হিন্দুধর্মের অপর নাম কী?
(ক) প্রাচীন ধর্ম (খ) পৌরাণিক ধর্ম
[গ] (গ) সনাতন ধর্ম (ঘ) বৈদিক ধর্ম

১৯. সনাতন ধর্ম প্রাচীন কেন?
(ক) সনাতন ঐতিহ্য বজায় রাখেনি বলে
(খ) সনাতন ঐতিহ্য বজায় রেখেছে বলে
(গ) সনাতন ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে বলে
[খ] (ঘ) বৈদিক রীতি অনুসরণের জন্য

২০. সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কিসের সৃষ্টি হয়েছিল?
(ক) জ্ঞানচর্চার (খ) ধ্যানচর্চার
[গ] (গ) ধর্মের (ঘ) পূজা-পার্বণের

২১. হিন্দুরা এদেশের কেমন সম্প্রদায়?
(ক) বহিরাগত (খ) অন্তরাগত
[ক] (গ) আদি (ঘ) প্রবাসি

২২. হিন্দুরা যখন ভূমিতে আসে তখন তাদের সঙ্গে ছিল–
(ক) ভিন্ন দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি (খ) ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি
[গ] (গ) নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি (ঘ) আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতি

২৩. বহিরাগত আফগান ও পার্সিক সম্প্রদায়ের উচ্চারণে সিন্ধুর 'স' পরিবর্তিত হয়ে কিসে রূপ নেয়?
(ক) শ (খ) ষ
[গ] (গ) হ (ঘ) ক্ষ

২৪. 'সিন্ধু' শব্দটি 'হিন্দু' বলে উচ্চারিত হতে থাকে কেন?
(ক) সিন্ধু 'স' পরিবর্তিত হয়ে 'হ' তে রূপ নেওয়ায়
(খ) হিন্দু একটি ধর্ম বলে
(গ) হিন্দুরা সেটিকে পরিবর্তন করেছে বলে
[ক] (ঘ) সিন্ধুরা হিন্দু ছিল বলে

২৫. যে ধর্ম ক্রমে হিন্দুধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করে–
(ক) জৈন ধর্ম (খ) শিখ ধর্ম
[গ] (গ) সনাতন ধর্ম (ঘ) বৌদ্ধ ধর্ম

২৬. 'ধী' বলতে যা বোঝায়–
(ক) জ্ঞান (খ) বিনয়
[গ] (গ) জ্ঞান ও প্রজ্ঞা (ঘ) মনন

২৭. বৈদিক সাহিত্য বলতে বোঝায়– [য. বো. '২৪]
i. মন্ত্র বা সংহিতা
ii. ব্রাহ্মণ
iii. আরণ্যক ও উপনিষদ
নিচের কোনটি সঠিক?
[ঘ] (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৮. বৈদিক যুগে ঋষিগণ ছিলেন— [বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম]
i. সুখবাদী
ii. জীবনবাদী
iii. কল্পনাবাদী
নিচের কোনটি সঠিক?
[ক] (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৯. সিন্ধুসভ্যতার যে নিদর্শন থেকে হিন্দুধর্মের কিঞ্চিৎ পরিচয় ও ধারণা লাভ করা যায়–
i. মহেঞ্জোদারো সভ্যতা
ii. হরপ্পা সভ্যতা
iii. গৌড় সভ্যতা
নিচের কোনটি সঠিক?
[ক] (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩০. যারা 'সিন্ধুনদ'কে 'হিন্দুনদ' বলে উচ্চারণ করত–
i. বহিরাগত আফগান সম্প্রদায়
ii. বহিরাগত পার্সিক সম্প্রদায়
iii. ভারতীয় মূল সম্প্রদায়
নিচের কোনটি সঠিক?
[ক] (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩১. শ্রী পার্থিব যে কাম্যবস্তু–
i. ধন-ধান্য
ii. বল-বিক্রম
iii. যশ
নিচের কোনটি সঠিক?
[ঘ] (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩২ ও ৩৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
তৃষ্ণা হিন্দুধর্ম বিশ্বাসী। কিন্তু হিন্দুধর্মের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে? হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলো কী কী? এ ব্যাপারে সে কিছুই জানে না। সে ইস্কন থেকে কিছু ধর্মীয় গ্রন্থ কিনে পড়তে শুরু করে এবং এসকল বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে।

৩২. কোন শব্দ থেকে হিন্দু শব্দের উৎপত্তি হয় বলে তৃষ্ণা জানতে পারে?
(ক) বিন্দু (খ) দ্রাবিড়
[গ] (গ) সিন্ধু (ঘ) হরপ্পা

৩৩. কৃষ্ণের জীবনের শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে আমাদের–
i. ধর্মীয় ভাব জাগ্রত করতে হবে
ii. ধর্মগ্রন্থ পড়তে হবে
iii. ধর্মীয় বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্র ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩৬

৩৪. কোন যুগে হিন্দুধর্মে ভক্তির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়? [দি. বো. '২৪]
ক) কলি খ) বৈদিক
ঘ গ) দ্বাপর ঘ) পৌরাণিক

৩৫. মনুসংহিতা কী? [মতিঝিল মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক) স্মৃতিশাস্ত্র খ) পুরাণ
ক গ) ব্যাকরণ ঘ) কাব্য

৩৬. বৈদিক শিক্ষার যে দুই মতের সংযোগ স্থাপন করে সৃষ্টি হয় স্মৃতিশাস্ত্র–
ক) কর্ম ও জ্ঞান খ) বিকর্ম ও অকর্ম
ক গ) কর্ম ও ভোগ ঘ) ভোগ ও বিকর্ম

৩৭. স্মৃতিশাস্ত্রে প্রথম দু আশ্রমে যার পরিচয় মেলে–
ক) বিকর্মযোগ খ) কর্মযোগ
খ গ) জ্ঞানযোগ ঘ) ভক্তিযোগ

৩৮. যে শাস্ত্রের শেষে দুই আশ্রমে জ্ঞানযোগের পরিচয় মেলে–
ক) বৈদিক শাস্ত্রে খ) পৌরাণিক শাস্ত্রে
গ গ) স্মৃতিশাস্ত্রে ঘ) সনাতন শাস্ত্রে

৩৯. পৌরাণিক যুগে হিন্দুধর্মের চিন্তাজগতে কিসের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়?
ক) কর্ম খ) ভক্তি
খ গ) বিকর্ম ঘ) শক্তি

৪০. ভগবান হিসেবে পূজিত হন কে?
ক) শ্রীকৃষ্ণ খ) শ্রীচৈতন্য
ক গ) শ্রী অনুকূলচন্দ্র ঘ) শ্রীরামকৃষ্ণ

৪১. বৈষ্ণব ধর্মমতের মতো প্রভাবশালী ধর্মমত কোনটি?
ক) শাক্ত খ) শৈব
খ গ) জৈন ঘ) বৈষ্ণব

৪২. দাহিকাশক্তি ছাড়া যার কল্পনা অসম্ভব–
ক) বায়ু খ) বরুণ
গ গ) অগ্নি ঘ) ঊষা

৪৩. শক্তি ব্যতীত কার কর্মক্ষমতা থাকে না?
ক) জ্ঞানীর খ) বরুণ
ঘ গ) পুরোহিতের ঘ) শক্তিমানের

৪৪. ভক্তিবাদে সমৃদ্ধ কোনটি?
ক) বিষ্ণু পুরাণ . খ) শৈব পুরাণ
ঘ গ) বেদ ঘ) গীতা

৪৫. স্মৃতিশাস্ত্র বলতে বোঝায়– [ব. বো. '২৪]
i. জ্ঞান, ভক্তি ও রাজযোগের সমন্বয়
ii. কর্ম ও জ্ঞানের সংযোগ স্থাপন
iii. জাগতিক ও পারমার্থিক চিন্তার ক্রমবিকাশ
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

৪৬. বিশিষ্ট দেব-দেবীর অনুসারী ভক্তগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মতভেদের ফলে যে সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়–
i. বৈষ্ণব
ii. শৈব
iii. শাক্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

আধুনিক ধর্ম সংস্কারের যুগ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩৭

৪৭. কত সালে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ প্রতিষ্ঠা করা হয়? [দি. বো. '২৪]
ক) ১৯৫০ সালে খ) ১৯৬৬ সালে
খ গ) ১৮৩৬ সালে ঘ) ১৯০২ সালে

৪৮. লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আদর্শের মূলমন্ত্র হলো– [সি. বো. '২৪]
ক) পাঁচটি খ) চারটি
গ গ) তিনটি ঘ) দুটি

৪৯. অযাচক আশ্রম কে প্রতিষ্ঠা করেন? [য. বো. '২৪]
ক) স্বামী বিবেকানন্দ খ) স্বামী স্বরূপানন্দ
খ গ) শ্রী রামকৃষ্ণ ঘ) লোকনাথ ঠাকুর

৫০. 'ভারত সেবাশ্রম' কে প্রতিষ্ঠা করেন? [ঢা. বো. '২৩; দি. বো. '২৩]
ক) ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র খ) লোকনাথ ব্রহ্মচারী
ঘ গ) স্বামী বিবেকানন্দ ঘ) স্বামী প্রণবানন্দ

৫১. অনুকূল চন্দ্রের সৎসঙ্গ আশ্রমের আদর্শ কী ছিল? [রা. বো. '২৩]
ক) এক ব্রহ্মের উপাসনা করা
খ) ভালো মানুষ হতে সাহায্য করা
গ) ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একসাথে করা
ঘ ঘ) সবসময় হরিনামে মেতে থাকা

বিপুল গ্রামের ছেলেদের নিয়ে একটি হরিনাম সংকীর্তনের দল গড়ে তোলে। তাদের বিশ্বাস-হরিনামই জগতের কল্যাণ বয়ে আনবে। এজন্য তারা সবসময় হরিনামে মেতে থাকে। [রা. বো. '২৩]

৫২. বিপুলের মধ্যে কোন মহাপুরুষের আদর্শ ফুটে উঠেছে?
ক) ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র খ) শ্রী রামকৃষ্ণ
গ গ) শ্রী চৈতন্য ঘ) হরিচাঁদ ঠাকুর

৫৩. ব্রাহ্ম সমাজ কে স্থাপন করেন? [চ. বো. '২৩; সি. বো. '২৩]
ক) রাজা রামমোহন রায় খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ক গ) বিবেকানন্দ ঘ) শঙ্করাচার্য

৫৪. সৎসঙ্গের উদ্দেশ্য কী? [সি. বো. '২৩]
ক) আদর্শ শ্রমিক তৈরি খ) আদর্শ কৃষক তৈরি
ঘ গ) আদর্শ শিক্ষক তৈরি . ঘ) আদর্শ মানুষ তৈরি

৫৫. বাবা লোকনাথের নৈতিক আদর্শের মূলমন্ত্র ছিল– [সি. বো. '২৩]
ক) সততা খ) অস্পৃশ্যতা
ক গ) সংস্কার ঘ) ভক্তি

৫৬. একেশ্বরবাদের প্রতি আহ্বান জানাতে শ্যামল বাবু একটি সভা গড়ে তোলে। তার কাজের সাথে নিচের কোন কাজটির মিল রয়েছে? [য. বো. '২৩]
ক) আত্মীয় সভা গঠন খ) ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা
খ গ) সৎসঙ্গ স্থাপন ঘ) অযাচক আশ্রম তৈরি

৫৭. লোকনাথ ব্রহ্মচারী কোন বিভাগে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? [সকল বোর্ড '১৯]
ক) ঢাকা খ) চট্টগ্রাম
ক গ) রাজশাহী ঘ) সিলেট

৫৮. কত সালে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হয়? [সকল বোর্ড '১৯]
ক) ১৮৮৭ খ) ১৮৯৯
ঘ গ) ১৮৯২ ঘ) ১৮৯৭

৫৯. বিকাশ বাবু 'অযাচক আশ্রম'-এর সদস্য, তিনি সকলকে স্বাবলম্বী হয়ে সমাজের কল্যাণে কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। বিকাশ বাবু কোন মহাপুরুষের আদর্শ মেনে চলেন? [সকল বোর্ড '১৮]
ক) ঠাকুর শ্রী অনুকূলচন্দ্র খ) শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ
খ গ) স্বামী প্রণবানন্দ ঘ) বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী

৬০. মহর্ষি বাদরায়ন বেদব্যাস 'ব্রহ্মসূত্র' গ্রন্থে সমন্বয় বিধানের চেষ্টা করেছেন কেন? [সকল বোর্ড '১৮]
ক) স্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে
খ) বিত্তশালী হওয়ার উদ্দেশ্যে
গ) পুণ্যবান হওয়ার উদ্দেশ্যে
ঘ ঘ) ব্রহ্মলাভের পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে

৬১. শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম— [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
ক) ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে খ) ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে
ক গ) ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ঘ) ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে

৬২. আদিনাথ মন্দির কোথায় অবস্থিত? [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; কুমিল্লা জিলা স্কুল]
ক) মহেশখালী খ) গোপালগঞ্জ
ক গ) সিলেট ঘ) খুলনা

৬৩. বঙ্গীয় শব্দকোষ গ্রন্থের প্রণেতা কে? [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক) রামচরণ . খ) হরিচরণ
খ গ) শ্যামাচরণ ঘ) বিজয়দেব

৬৪. ১৯২১ সালে দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের সেবা করেন কে? [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
(ক) শ্রীচৈতন্যদেব (খ) অনুকূল চন্দ্র
গ (গ) প্রণবানন্দ (ঘ) স্বরূপানন্দ

৬৫. শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কতটি গ্রন্থের প্রণেতা? [বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]
(ক) ৮০টি (খ) ৮৫টি
ঘ (গ) ৯০টি (ঘ) ১০০টি

৬৬. মতুয়া ধর্মের মূলমন্ত্র কী? [শহীদ বীরউত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ; পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া; চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল]
(ক) দেবদেবী উপাসনা (খ) হরিনামে মেতে থাকা
খ (গ) প্রকৃতির সেবা করা (ঘ) জীব উদ্ধার করা

৬৭. 'গৃহেতে থাকিয়া যার হয় ভাবোদয় সেই যে পরম সাধু জানিও নিশ্চয়'— বাণীটি কার? [ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]
(ক) শঙ্করাচার্যের (খ) রানী রাসমনির
ঘ (গ) শ্রীরামকৃষ্ণের (ঘ) শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের

৬৮. শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মনীতি থেকে যে ধর্মের উদ্ভব— [ব্লু বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
(ক) বৈষ্ণব ধর্ম (খ) শৈব ধর্ম
গ (গ) মতুয়া ধর্ম (ঘ) সনাতন ধর্ম

৬৯. শ্রী শ্রী অনুকূলচন্দ্র কত সালে আবির্ভূত হন? [পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
(ক) ১৯০৫ সালে (খ) ১৯১৫ সালে
গ (গ) ১৮৮৮ সালে (ঘ) ১৯৩৫ সালে

৭০. কতসালে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়? [পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
(ক) ১৮৪২ (খ) ১৮৫৬
ঘ (গ) ১৮৮৮ (ঘ). ১৮৮৬

৭১. রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন কেন? [পাবনা জেলা স্কুল]
(ক) মানবজাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য
(খ) বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য
(গ) হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য
খ (ঘ) হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য

৭২. 'সৎসঙ্গ' ধর্মীয় সংগঠনটি কে প্রতিষ্ঠা করেন? [বগুড়া সর. পাইলট হাই স্কুল]
(ক) হরিচাঁদ ঠাকুর (খ) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
গ (গ) ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র (ঘ) স্বামী স্বরূপানন্দ

৭৩. শ্রীচৈতন্যের ভাবনা অনুযায়ী আরাধ্য ভগবানকে লাভ করতে হলে আমরা কিসের অনুশীলন করব? [নবাব ফয়জুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]
(ক) কর্মযোগের (খ) প্রেমপূর্ণ ভক্তির
খ (গ) গার্হস্থ্য আশ্রমের (ঘ) বানপ্রস্থ আশ্রমের

৭৪. কে মহানাম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন? [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]
(ক) ড. মহানামব্রত (খ) মহেন্দ্রজী
খ (গ) চৈতন্য মহাপ্রভু (ঘ) জগদ্বন্ধু

৭৫. সৎসঙ্গের মূলনীতি কয়টি? [রংপুর জিলা স্কুল]
(ক) ৩টি (খ) ৪টি
গ (গ) ৫টি (ঘ) ৬টি

৭৬. কত শতকে হিন্দুধর্মে এক বিশেষ চিন্তাচেতনার বিকাশ লক্ষ করা যায়?
(ক) সপ্তাদশ (খ) অষ্টাদশ
গ (গ) উনবিংশ (ঘ) বিংশ

৭৭. উনবিংশ শতকে কারা সনাতন তথা হিন্দুধর্মের প্রচলিত পূজাপার্বণ, ধ্যানধারণা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন?
(ক) পুরোহিতগণ (খ) সুধিজন
গ (গ) বিজ্ঞানমনস্ক সুধিজন (ঘ) পণ্ডিতগণ

৭৮. "যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে" — অর্থ কোনটি?
(ক) যুক্তিহীন বিচারে ধর্মের হানি ঘটে
(খ) যুক্তিহীন বিচারে ধর্মহানিতে প্রজারা কষ্ট পায়
(গ) প্রজাদের কষ্ট দেওয়া যৌক্তিক ধর্মের পরিপন্থী
ক (ঘ) যৌক্তিক বিচারে ধর্মহানি না ঘটলে প্রজারা খুশি হন

৭৯. যাঁর দ্বারা রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হয়—
(ক) ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ (খ) শ্রীঅক্ষরানন্দ
ঘ (গ) শ্রীচৈতন্য (ঘ) স্বামী বিবেকানন্দ

৮০. হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মনীতি থেকে যে ধর্মের উদ্ভব—
(ক) বৈষ্ণব ধর্ম (খ) শৈবধর্ম
গ (গ) মাতুয়া ধর্ম (ঘ) সনাতন ধর্ম

৮১. শ্রীচৈতন্যের মতে যা দিয়ে পরম আরাধ্য ভগবানকে লাভ করা যায়—
(ক) প্রেমপূর্ণ ভক্তি (খ) ভোগবিলাস
ক (গ) আগতিতিক্ষা (ঘ) বিচক্ষণতা

৮২. শ্রীল এ.সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কতটি?
(ক) প্রায় ৭০টি (খ) প্রায় ৭৫টি
গ (গ) প্রায় ৮০টি (ঘ) প্রায় ৮৫টি

৮৩. 'সৎসঙ্গ' বলতে যা বোঝায়—
(ক) অনুকূলচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় সংগঠন
(খ) অনুকূলচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সংগঠন
(গ) অনুকূলচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক সংগঠন
ক (ঘ) সৎ ব্যক্তিদের অতিথিশালা

৮৪. সৎসঙ্গীদের আদর্শ কোনটি?
(ক) ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একত্রিত করে জীবন গঠন
(খ) ধর্ম ও সাহিত্যকে একত্রিত করে জীবন গঠন
(গ) ধর্ম ও রাজনীতিকে একত্রিত করে জীবন গঠন
ক (ঘ) ধর্ম ও সততাকে একত্রিত করে জীবন গঠন

৮৫. অখণ্ডমণ্ডলীর সংগঠনের নাম কী?
(ক) সত্যাশ্রম (খ) সৎসঙ্গ
ঘ (গ) ন্যায়াশ্রম (ঘ) অযাচক আশ্রম

৮৬. স্বামী প্রণবানন্দ 'ভারত সেবাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন কেন?
(ক) জীবন ও জীবিকার্জনের জন্য
(খ) সম্পদশালী হওয়ার জন্য
(গ) জনগণের সেবার জন্য
গ (ঘ) আর্ত পীড়িতদের সেবার জন্য

৮৭. বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী যেখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন—
(ক) কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া (খ) ময়মনসিংহের কালিকাপুর
ঘ (গ) নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ (ঘ) নারায়ণগঞ্জের বারদী

৮৮. সৎ সঙ্গের মূলনীতি হচ্ছে— [চ. বো. '২৩]
i. সদাচার
ii. স্বস্ত্যয়নী
iii. ইষ্টভৃতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৮৯. ব্রহ্মসূত্রের দার্শনিক মতবাদগুলো হলো— [য. বো. '২৩]
i. অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ
ii. ভেদবাদ ও অভেদবাদ
iii. ভেদাভেদবাদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৯০. সৎসঙ্গের মূলনীতিগুলো হলো— [য. বো. '২৩]
i. যজন
ii. যাজন
iii. সদাচার
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i (খ) ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৯১. সৎ সঙ্গের আদর্শ হলো— [দি. বো. '২৩]
i. বিজ্ঞানসম্মত জীবনযাপন করা
ii. নিজের চেষ্টায় সমাজের মঙ্গল কামনা করা
iii. ভালোবাসার মাধ্যমে মানুষকে শান্তি দান করা
নিচের কোনটি সঠিক?
খ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৯২. অনুকূল চন্দ্রের সৎসঙ্গের মূল স্তম্ভ হিসেবে অনুশীলিত হচ্ছে— [য. বো. '২৩]
i. কৃষি
ii. শিক্ষা
iii. শিল্প
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৯৩. লোকনাথ ব্রহ্মচারীর নৈতিক আদর্শের মূলমন্ত্র ছিল– [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]
i. সাম্য, সেবা
ii. সততা, নিষ্ঠা, সংযম
iii. চরিত্র গঠন, ব্রহ্মচর্য
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ⓚ i ও iii ⓛ i ও ii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

৯৪. শ্রীল এ.সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ যে ধর্মগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেন–
i. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
ii. শ্রীমদ্ভাগবত
iii. শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

৯৫. সৎসঙ্গ যা চায়—
i. আদর্শ মানুষ
ii. আদর্শ গৃহী
iii. আদর্শ ধর্মযাজক
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৯৬ ও ৯৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র-ছাত্রী পড়ালেখার পাশাপাশি নিজস্ব অর্থায়নে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। এ সংগঠনটি তাদের চরিত্র গঠন ছাড়াও সামাজিক কল্যাণে সমাজ সংস্কারমূলক নানান কাজ পরিচালনা করে। [সি. বো. '২৪]

৯৬. অনুচ্ছেদে সংগঠনটির সাথে নিচের কোন সংগঠনটির মিল রয়েছে?
ⓚ ভারত সেবাশ্রম সংঘ ⓛ অযাচক আশ্রম
ঘ ⓜ ব্রাহ্ম সমাজ ⓝ সৎসঙ্গ

৯৭. উক্ত সংগঠনটির মূল উদ্দেশ্য হলো–
ⓚ ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে জীবন গঠন করা
ⓛ প্রেমভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর আরাধনা
ⓜ স্বাবলম্বী হয়ে সমাজের কল্যাণে কাজ করা
গ ⓝ হিন্দুধর্মের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য চেতনা জাগ্রত করা

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৯৮ ও ৯৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
প্রণয় বাবু হিন্দু সমাজে সকল বর্ণের মানুষকে হরিনামে মেতে থাকার আহ্বান জানান। তিনি মনে করেন, হরিনামই পৃথিবীকে মঙ্গলময় করতে পারে। অন্যদিকে দুলাল বাবু সকল কামনা বাসনা ত্যাগ করে কর্ম করেন। তিনি সকল কর্মের ফল ভগবানের পায়ে সঁপে দেন। [দি. বো. '২৩]

৯৮. প্রণয় বাবুর মধ্যে কোন মহাপুরুষের আদর্শ ফুটে উঠেছে?
ⓚ শ্রীচৈতন্য ⓛ হরিচাঁদ ঠাকুর
খ ⓜ ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ⓝ স্বামী স্বরূপানন্দ

৯৯. উদ্দীপকের দুলাল বাবুর কর্মের ফল স্বরূপ–
i. কর্মকর্তা মনে প্রাণে অনাবিল সুখ অনুভব করেন
ii. কর্মকর্তা নিজের কাজ নিজে করার প্রেরণা পায়
iii. কর্মকর্তার পাপ বিনষ্ট হওয়ার ক্ষমতা জাগ্রত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১০০ ও ১০১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শ্যামসুন্দর একজন বৈষ্ণব ধর্মের পরিপোষক। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ ইংরেজি ভাষার ভাষ্যসহ প্রকাশ করেন। তিনি বৈরাগ্যময় জীবনের অনুসারী নাম মাহাত্ম্য প্রচার করেন। [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

১০০. শ্যামসুন্দরের কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রয়েছে—
ⓚ স্বামী স্বরূপানন্দের
ⓛ শ্রীরামকৃষ্ণের
ⓜ স্বামী প্রভুপাদের
গ ⓝ প্রভুজগদ্বন্ধুর

১০১. নাম মাহাত্ম্য প্রচার করার যৌক্তিক কারণ হলো—
ⓚ পাপকর্ম দূর করা
ⓛ জীবের মুক্তি লাভের পথ নির্দেশ করা
ⓜ বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা
খ ⓝ সৎসঙ্গ সৃষ্টি করা

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১০২ ও ১০৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
"বিবাদ নয়, সহায়তা, বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাব গ্রহণ, মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।"

১০২. উপরিউক্ত উক্তিটি কোন বিখ্যাত মহাপুরুষের?
ⓚ শ্রীরামকৃষ্ণ
ⓛ স্বামী প্রণবানন্দের
ⓜ শ্রী অনুকূলচন্দ্র
ঘ ⓝ স্বামী বিবেকানন্দ

১০৩. উক্ত মহাপুরুষের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে–
i. সকল জীবকে ভালোবাসলে
ii. ঈশ্বর জ্ঞানে জীবসেবা করলে
iii. সেবা ও নিষ্ঠা করলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় A+ গ্রেড সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নের মান ২

হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩৪

প্রশ্ন ১। হিন্দুধর্মকে একাধারে প্রাচীন এবং নবীন বলা হয়েছে কেন? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে সনাতন ধর্ম তথা হিন্দুধর্ম একাধারে প্রাচীন এবং নবীন। প্রাচীন এ কারণে যে, সনাতন ধর্ম তার সনাতন ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। আর নবীন এ কারণে যে, সনাতন ঐতিহ্য বজায় রেখেও এ ধর্ম যুগের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে চলেছে।

প্রশ্ন ২। হিন্দু শব্দটির উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : আর্যগণ সুপ্রাচীন সিন্ধু নদের তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করতে থাকে। বহিরাগত আফগান ও পার্সিক সম্প্রদায় সিন্ধুনদকে হিন্দুনদ বলে উচ্চারণ করত। তাদের উচ্চারণে সিন্ধুর 'স' পরিবর্তিত হয়ে হ-তে রূপ নেয় এবং সিন্ধু শব্দটি 'হিন্দু' বলে উচ্চারিত হতে থাকে। এই সিন্ধু শব্দ থেকেই হিন্দু শব্দটির উৎপত্তি।

প্রশ্ন ৩। বৈদিক যুগ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : বেদ হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ। বৈদিক ধর্মগ্রন্থসমূহের রয়েছে চারটি ভাগ। যথা— সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ। সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ নিয়ে বেদের কর্মকাণ্ড, আবার আরণ্যক ও উপনিষদ ভাগ দুটি নিয়ে বেদের জ্ঞানকাণ্ড। বেদের সংহিতা অংশে ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য, বরুণ, উষা, রাত্রি প্রভৃতি দেবদেবীর স্তবস্তুতি রয়েছে। মূলত বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবগণের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ করে অভীষ্ট লাভের প্রার্থনা করা হতো যে যুগে তাকেই বৈদিক যুগ বলা হয়।

প্রশ্ন ৪। ঈশ্বরবাদ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : বৈদিক যুগের ঋষিদের ধর্মীয় চেতনায় জাগতিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ কল্যাণের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁদের প্রার্থনায় দেখা যায়, জীবনে সমৃদ্ধি, জীবের প্রতি স্নেহ-প্রীতি এবং জগতের শান্তি কামনা। এই প্রার্থনাগুলোর মধ্য দিয়ে এক পরমশক্তি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে। একেই ঈশ্বরবাদ বলা হয়।

প্রশ্ন ৫। বৈদিক যুগে ধর্মানুষ্ঠানের রূপ কী ছিল? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : বৈদিক যুগে ধর্মানুষ্ঠানের রূপ ছিল যজ্ঞক্রিয়া। যজ্ঞকর্মের অনুশীলন করে মানুষ অভীষ্ট কর্মফল লাভ করতে পারতেন। তবে যাগ-যজ্ঞের অনুশীলন করে আর্যগণ দুটি (শ্রী ও ধী) বস্তুর প্রতি প্রার্থনা জানাতেন। শ্রী অর্থাৎ ধন-ধান্য, বল-বিক্রম, যশ ইত্যাদি পার্থিব কাম্যবস্তু। ধী হচ্ছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা।

স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্র ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩৬

প্রশ্ন ৬। স্মৃতিশাস্ত্র বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : বৈদিক শিক্ষার কর্ম ও জ্ঞান দুই মতের সংযোগ স্থাপন করে সৃষ্টি হয় স্মৃতিশাস্ত্র। এখানে এসে জানা যায় মোক্ষলাভের জন্য কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজন আছে। স্মৃতিশাস্ত্রে হিন্দুধর্ম ও সমাজ পরিচালনার বিধিবিধানের এক অপূর্ব সমন্বয় করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭। পৌরাণিক যুগে কিসের প্রাধান্য গড়ে ওঠে? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : পৌরাণিক যুগে হিন্দুধর্মের চিন্তাজগতে ভক্তির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। বেদ ও উপনিষদেও ভক্তিভাবের ইঙ্গিত রয়েছে। তবে পৌরাণিক যুগে তা বিশেষ বৈশিষ্ট্য লাভ করে এবং ভক্তিকে অবলম্বন করে পরমতত্ত্বে উপনীত হওয়ার যাত্রাপথে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রকাশ ঘটে ও সনাতন ধর্মে এক রূপান্তর সংগঠিত হয়।

প্রশ্ন ৮। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন –বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : বিশ্বচরাচরে সর্বত্র শক্তির প্রকাশ। ব্রহ্ম বস্তুকে যখন সগুণ, সক্রিয় বলে ধারণা করা হয়, তখনই তার মধ্যে শক্তির চিন্তা এসে পড়ে। কেননা, শক্তির প্রকাশ হয় ক্রিয়াতে। যেমন– অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি। দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নির কল্পনা অসম্ভব। তাই বলা হয়েছে, শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন।

প্রশ্ন ৯। 'একং সদ্ বিপ্র বহুধা বদন্তি'– অর্থ কী? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : 'একং সদ্ বিপ্র বহুধা বদন্তি'– অর্থ এক ব্রহ্মকেই মনীষীরা বিভিন্ন নামে ও রূপে বর্ণনা করেছেন। কেননা, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। অবতার ও দেব-দেবীগণ এক পরমেশ্বরেরই ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও শক্তির প্রকাশ মাত্র। তিনিই জগতের নিধান-আধার ও আশ্রয়।

প্রশ্ন ১০। গীতায় ভগবানের আহ্বান সম্পর্কে কী বলা হয়েছে? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : গীতায় ভক্তিবাদের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। এখানে ভগবানের আহ্বান সম্পর্কে বলা হয়েছে সতত আমাকে স্মরণ করো, আমাতে মনোনিবেশ করো। আমার ভজনা করো, আমাতেই সমস্ত কর্ম সমর্পণ করো এবং একমাত্র আমারই স্মরণ লও ইত্যাদি। যা ভগবদ্ ভক্তির পথকে আরও দৃঢ় করে তোলে।

আধুনিক ধর্ম সংস্কারের যুগ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩৭

প্রশ্ন ১১। 'যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে' বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : 'যুক্তিহীন বিচারেন ধর্মহানিঃ প্রজায়তে– অর্থাৎ যুক্তিহীন বিচারে ধর্মের হানি ঘটে। উনিশ শতকে বিজ্ঞানমনস্ক সুধীজন সনাতন কথা হিন্দুধর্মের প্রচলিত পূজা-পার্বণ, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। তাঁরা মনে করেন যুক্তিসংগত নির্দেশ ছাড়া প্রচলিত ধর্মীয় বিধি-বিধানগুলো সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

প্রশ্ন ১২। সংক্ষেপে মতুয়া ধর্ম সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : হরিচাঁদ ঠাকুর ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে আবির্ভূত হয়ে হিন্দু সমাজে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষকে এক হরিনামে মেতে থাকার আহ্বান জানান। তাঁর এই ধর্মনীতি থেকেই মতুয়া ধর্মের উদ্ভব। এ ধর্মের মূলমন্ত্র হচ্ছে– ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে হরিনামে মেতে থাকা। হরিনামই জগতে কল্যাণ, শান্তি, সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ।

প্রশ্ন ১৩। রামমোহন রায় 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন কেন? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : রাজা রামমোহন রায় লক্ষ করেন, বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসক হয়ে এক হিন্দু সমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী চিন্তায় সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। সব উপাসাই যে এক ব্রহ্মের অংশ হিন্দু সম্প্রদায় তা ভুলতে বসেছে। তাই হিন্দু-ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি বললেন, ব্রহ্মই একমাত্র আরাধ্য।

প্রশ্ন ১৪। 'ISKON' প্রতিষ্ঠা করা হয় কেন? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : শ্রীচৈতন্যদের প্রবর্তিত প্রেমভক্তির ধর্মটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচার করার মানসে ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে নিউইয়র্ক শহরে শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ 'ইসকন' প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাধ্যমে সমাজজীবন থেকে বিভিন্ন পাপকর্ম দূর করতে সচেষ্ট হন এবং জীবের মুক্তিলাভের অবলম্বন হরিনাম মাহাত্ম্য প্রচার করেন।

প্রশ্ন ১৫। 'সৎসঙ্গের' আদর্শ সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : সৎসঙ্গের আদর্শ হচ্ছে– ধর্ম কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয়; বরং বিজ্ঞানসিদ্ধ জীবনসূত্র। ভালোবাসাই মহামূল্য, যা দিয়ে শান্তি কেনা যায়। এ সংঘের ৫টি মূলনীতি হচ্ছে, যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী ও সদাচার। আর এ সংঘের মূল স্তম্ভ হিসেবে শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও সুবিবাহ অনুশীলিত হচ্ছে।

প্রশ্ন ১৬। সংক্ষেপে 'অযাচক আশ্রম'-এর বৈশিষ্ট্য লেখ।

উত্তর : অযাচক আশ্রম নামটির মধ্যেই এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট অর্থ যাঞ্চা না করা এ সংগঠনের আদর্শ। স্বাবলম্বী হয়ে সমাজের কল্যাণ করা এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমবেত উপাসনায় চরিত্র গঠন, সমাজ সংস্কার, ব্রহ্মচর্য, স্বাবলম্বনের মাধ্যমে জগতের কল্যাণের নিযুক্ত থাকা।

প্রশ্ন ১৭। স্বামী স্বরূপানন্দের জীবনাদর্শ থেকে কী শিক্ষা পাই? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : হিন্দুধর্ম বিকাশের স্তরে স্বামী স্বরূপানন্দের অখণ্ডমণ্ডলীর অবদান স্মরণীয়। তাঁর জীবনাদর্শ থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, সকলকে সমানভাবে ভালোবাসতে হবে। আমি ভালো মানুষ হবো এবং অপরকে ভালো হতে সহায়তা করব। সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে। এই ছিল তাঁর কল্যাণময় জীবন-ভাবনা।

প্রশ্ন ১৮। লোকনাথ ব্রহ্মচারী একজন লোকশিক্ষক ছিলেন– বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পরও লোকশিক্ষার জন্য সাধারণের মধ্যে নেমে এসেছিলেন। তিনি প্রচলিত অর্থে গুরুগিরি করেননি। নারায়ণগঞ্জের বারদীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে জনগণের সেবা করতে থাকেন। সততা, নিষ্ঠা, সংযম, সাম্য ও সেবা ছিল তাঁর নৈতিক আদর্শের মূলমন্ত্র।

প্রশ্ন ১৯। বেদান্ত আন্দোলন পরিচালিত হয় কেন? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবাদর্শগুলো প্রচারের জন্য বিবেকানন্দ কর্তৃক রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়, যা বিশ্বব্যাপী রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন বা বেদান্ত আন্দোলন পরিচালিত করে। যাতে বলা হয় 'বিবাদ নয়, সহায়তা : বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়। সমন্বয় ও শান্তি এ আদর্শটি বিশ্ব মানবতার ক্ষেত্রেও সমান ক্রিয়াশীল।

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় A+ গ্রেড জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩৪

প্রশ্ন ১। বেদ শব্দের অর্থ কী? [য. বো. '২৩]
উত্তর : বেদ শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্ঞান।

প্রশ্ন ২। কাকে দাহিকাশক্তির অধিকারী বলা হয়? [কু. বো. '২৩]
উত্তর : অগ্নিকে দাহিকা শক্তির অধিকারী বলা হয়।

প্রশ্ন ৩। বেদ কী? [সি. বো. '২৩]
উত্তর : বেদ হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ।

প্রশ্ন ৪। হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থের নাম কী? [রা. বো. '২০; য. বো. '২০; সি. বো. '২০; ব. বো. '২০]
উত্তর : হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থের নাম হচ্ছে বেদ।

প্রশ্ন ৫। হিন্দুধর্মের অপর নাম কী? [সকল বোর্ড '১৭]
উত্তর : হিন্দুধর্মের অপর নাম সনাতন ধর্ম।

প্রশ্ন ৬। শ্রী এবং ধী কী?
উত্তর : শ্রী হলো ধন-ধান্য, বল-বিক্রম, যশ ইত্যাদি পার্থিব কাম্য বস্তু। আর ধী হলো জ্ঞান ও প্রজ্ঞা।

প্রশ্ন ৭। ঈশ্বরবাদ কাকে বলে?
উত্তর : বৈদিক যুগে পরমশক্তি ঈশ্বরের নিকট জীবনের সমৃদ্ধি, জীবের প্রতি স্নেহ-প্রীতি এবং জগতের শান্তি কামনায় যে, প্রার্থনা তাকে ঈশ্বরবাদ বলে।

প্রশ্ন ৮। বেদান্ত দর্শন কাকে বলে?
উত্তর : ব্রহ্মলাভের পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে মহর্ষি বেদব্যাস 'ব্রহ্মসূত্র' গ্রন্থে সমন্বয় বিধানের যে চেষ্টা করেন তাকে বেদান্ত দর্শন বলে।

স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্র ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩৬

প্রশ্ন ৯। মোক্ষলাভের উপায় হিসেবে ঋষিগণ কয়টি পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন? [সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]
উত্তর : মোক্ষলাভের উপায় হিসেবে ঋষিগণ চারটি পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

প্রশ্ন ১০। বিশ্বচরাচরে সর্বত্র কীসের প্রকাশ? [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, বি এ এফ শাহীন কলেজ, শমশেরনগর, মৌলভীবাজার]
উত্তর : বিশ্বচরাচরের সর্বত্র ঈশ্বরের লীলার প্রকাশ।

প্রশ্ন ১১। স্মৃতিশাস্ত্র কাকে বলে? [নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]
উত্তর : বৈদিক শিক্ষার কর্ম ও জ্ঞান এ দু মতের সংযোগ স্থাপন করে যে শাস্ত্রের সৃষ্টি হয় তাকে স্মৃতিশাস্ত্র বলে।

আধুনিক ধর্ম সংস্কারের যুগ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩৭

প্রশ্ন ১২। মতুয়া ধর্মের মূলমন্ত্র কী? [রা. বো. '২৩]
উত্তর : মতুয়া ধর্মের মূলমন্ত্র হচ্ছে ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে হরিনামে মেতে থাকা।

প্রশ্ন ১৩। প্রভু জগদ্বন্ধু কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? [আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকাকোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
উত্তর : প্রভু জগদ্বন্ধু ভাগীরথী তীরে মুর্শিদাবাদ জেলায় ডাহাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ১৪। রামকৃষ্ণ মঠ কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮৮৭ সালে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ১৫। রামকৃষ্ণ মিশন কখন স্থাপিত হয়?
উত্তর : ১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হয়।

প্রশ্ন ১৬। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী কী?
উত্তর : স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হলো "বিবাদ নয়, সহায়তা, বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মত বিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।"

প্রশ্ন ১৭। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ISKCON) কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯৬৬ সালে জুলাই মাসে নিউইয়র্ক শহরে শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ISKCON) প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্ন ১৮। শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কখন আবির্ভূত হন?
উত্তর : শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ১৯২৪ সালে পাবনা জেলার হিমাইতপুর গ্রামে আবির্ভূত হন।

প্রশ্ন ১৯। শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কী প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর : শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র 'সৎসঙ্গ' নামে একটি ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্ন ২০। সৎসঙ্গের আদর্শ কী?
উত্তর : সৎসঙ্গের আদর্শ হলো ধর্ম কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয় বরং বিজ্ঞানসিদ্ধ জীবনসূত্র।

প্রশ্ন ২১। সৎসঙ্গের পাঁচটি মূলনীতি কী?
উত্তর : সৎসঙ্গের পাঁচটি মূলনীতি হলো যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী ও সদাচার।

প্রশ্ন ২২। সৎসঙ্গ কী চায়?
উত্তর : সৎসঙ্গ চায় আদর্শ মানুষ, আদর্শ গৃহী, আদর্শ ধর্মযাজক।

প্রশ্ন ২৩। অযাচক আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর : অযাচক আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা হলেন শ্রী শ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস।

প্রশ্ন ২৪। অযাচক আশ্রমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী?
উত্তর : অযাচক আশ্রমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমবেত উপাসনায় চরিত্র গঠন, সমাজ সংস্কার, ব্রহ্মচর্য, স্বাবলম্বন ও জগতের কল্যাণের কাজে নিযুক্ত থাকা।

প্রশ্ন ২৫। 'ভারত সেবাশ্রম' কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর : স্বামী স্বরূপানন্দ জনগণের সেবা করার জন্য 'ভারত সেবাশ্রম" নামে একটি সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩৪

প্রশ্ন ১। 'হিন্দুধর্ম একাধারে প্রাচীন এবং নবীন'—ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '১৯; দি. বো. '২০; ব. বো. '১৯; য. বো. '২০]
উত্তর : বৈশিষ্ট্যগত কারণে হিন্দুধর্মকে একাধারে প্রাচীন এবং নবীন বলা হয়েছে। হিন্দুধর্মকে প্রাচীন বলার কারণ হলো এ ধর্ম তার সনাতন ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। আর এ ধর্মকে নবীন বলার কারণ হলো সনাতন ঐতিহ্য বজায় রেখেও এ ধর্ম যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলছে। মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের অনুষঙ্গী হিসেবে সনাতন ধর্মের চিন্তাচেতনায় নতুনত্বের সংযোজন ঘটার কারণেই হিন্দুধর্মকে একাধারে প্রাচীন এবং নবীন বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ২। বৈদিক সাহিত্য বলতে কী বোঝায়? [সকল বোর্ড '১৭]
উত্তর : বেদকে কেন্দ্র করে যে বিশাল সাহিত্যসম্ভার রচিত হয়েছে তাকে বৈদিক সাহিত্য বলে।
বেদ অর্থ জ্ঞান। বেদকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য তাকে বৈদিক সাহিত্য বলে। বৈদিক ধর্মগ্রন্থসমূহের রয়েছে চারটি ভাগ; সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ।

প্রশ্ন ৩। আর্যধর্ম কীভাবে প্রাধান্য লাভ করে? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : আর্যরা ভারতবর্ষে বহিরাগত সম্প্রদায়। তারা ভারতবর্ষে আগমনের সময় নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি সঙ্গে নিয়ে আসে। আর্যগণ সুপ্রাচীন সিন্ধুনদের তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করতে থাকে। এসময় এদেশের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে আর্যসভ্যতার সংঘর্ষ হয়। পরিণতিতে অনার্যসভ্যতার সাথে আর্যসভ্যতার একটা সমন্বয় ঘটে। ফলে হিন্দুধর্মচর্চার সাথে আর্যদের ধর্মবিশ্বাস মিলিত হয়ে একটা নতুন রূপ ধারণ করে। এভাবে আর্যসভ্যতা আর্যধর্ম নামে প্রাধান্য লাভ করে।

প্রশ্ন ৪। 'সনাতন ধর্ম ক্রমে হিন্দুধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করেছে' ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : হিন্দুধর্মের অপর নাম সনাতন ধর্ম। বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে সনাতন ধর্ম সবচেয়ে প্রাচীন। সুপ্রাচীন সিন্ধুনদের তীরে বসবাসকারী, আফগান ও পার্সিক সম্প্রদায় সিন্ধু শব্দটি হিন্দু বলে উচ্চারণ করত। অনেক গবেষকের মতে, সিন্ধু শব্দ থেকেই হিন্দু শব্দের উৎপত্তি। তাই সিন্ধুনদের তীরবর্তী লোকদের ধর্মকে প্রাচীন কালের লোকেরা হিন্দুধর্ম বলে আখ্যায়িত করে। ফলে সনাতন ধর্ম ক্রমে হিন্দুধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করে।

স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্র ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩৬

প্রশ্ন ৫। 'স্মৃতিশাস্ত্র' বলতে কী বোঝায়?

[রা. বো. '২০; য. বো. '২৩, '২০; সি. বো. '২০; ব. বো. '২০; ম. বো. '২৪]

উত্তর : বৈদিক শিক্ষার কর্ম ও জ্ঞান– এ দুই মতের সংযোগ স্থাপন করে সৃষ্টি হয় স্মৃতিশাস্ত্র। এ শাস্ত্রে মোক্ষলাভের জন্য কর্ম ও জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া জীবনচর্চার পদ্ধতি হিসেবে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস– এ চার আশ্রমের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম দুই আশ্রমে কর্মযোগ এবং শেষের দুই আশ্রমে জ্ঞান যোগের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এ গ্রন্থে। সর্বোপরি হিন্দু সমাজ পরিচালনার বিধিবিধানের এক অপূর্ব সমন্বয় হচ্ছে এ স্মৃতিশাস্ত্র।

আধুনিক ধর্ম সংস্কারের যুগ ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩৭

প্রশ্ন ৬। 'যুক্তিহীন বিচারেন ধর্মহানিঃ প্রজায়তে'–ব্যাখ্যা কর।

[কু. বো. '২৩]

উত্তর : 'যুক্তিহীন বিচারেন ধর্মহানিঃ প্রজায়তে'-এর অর্থ হলো– যুক্তিহীন বিচারে ধর্মের হানি ঘটে। বিজ্ঞানমনস্ক সুধীজন সনাতন ধর্মের প্রচলিত পূজা-পার্বণ, ধ্যানধারণা ইত্যাদি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে এর সংস্কার করতে চান। এই সংস্কার যদি যুক্তিসংগত হয় তাহলে ধর্ম ও ধার্মিক উভয়েই উপকৃত হবে। যেমন– রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা। অপরদিকে, যদি এই সংস্কার বা বিচার যুক্তিহীন হয় তাহলে ধর্মের হানি ঘটবে। তাই বলা হয়, "যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে"।

প্রশ্ন ৭। মতুয়া ধর্মের উদ্ভব হলো কীভাবে?

[ঢা. বো. '২০; কু. বো. '২০; চ. বো. '২০; দি. বো. '২০; ম. বো. '২০]

উত্তর : হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মনীতি থেকে মতুয়া ধর্মের উদ্ভব হলো। হরিচাঁদ ঠাকুর ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে আবির্ভূত হয়ে হিন্দু সমাজের সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষকে এক হরিণামে মেতে থাকার আহ্বান জানান। এ ধর্মের মূলমন্ত্র হচ্ছে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে হরিণামে মেতে থাকা। হরিণামই জগতে কল্যাণ, শান্তি, সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করতে আবশ্যক।

প্রশ্ন ৮। প্রভু জগদ্বন্ধুর চারটি বাণী উল্লেখ কর।

[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা, কোলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : প্রভু জগদ্বন্ধুর চারটি বাণী হলো–

১. এটা প্রলয়কাল, নাম সংকীর্তনই সত্য। এ যুগে একমাত্র হরিনামই সৃষ্টি রক্ষার উপায়। ওগো, নামের যে বড় অভাব। কেবল হরিনাম কর, হরিনাম কর।

২. ভ্রষ্ট বুদ্ধি হয়ে পিতামাতার মনে কষ্ট দিতে নেই। যে সংসারে শান্তি পায় না, সে সংসার ত্যাগ করলেও শান্তি পায় না।

৩. বৃথা বাক্য ব্যয় দুর্ভাগ্য। পরচর্চা কর্ণে বা অন্তরে স্থান দিও না। পরচর্চা ত্যাগ কর। ঘরের দেয়ালে লিখে রেখ, পরচর্চা নিষেধ।

৪. মানুষ গুরুমন্ত্র দেয় কানে, জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেয় প্রাণে।

প্রশ্ন ৯। শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর সম্পর্কে লেখ।

[ঢাকা রেসিডেনশিয়াল মডেল কলেজ, বি এ এফ শাহীন কলেজ, শমসেরনগর, মৌলভীবাজার]

উত্তর : পূর্ণব্রহ্ম শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে আবির্ভূত হয়ে হিন্দু সমাজে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষকে এক হরিণামে মেতে থাকার আহ্বান জানান। তাঁর এ ধর্মনীতি থেকেই মতুয়া ধর্মের উদ্ভব। এ ধর্মের মূলমন্ত্র হচ্ছে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে হরিণামে মেতে থাকা।

প্রশ্ন ১০। স্বামী প্রণবানন্দ হিন্দু সমাজে কী অবদান রেখেছেন? ব্যাখ্যা কর।

[ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]

উত্তর : স্বামী প্রণবানন্দের সেবাদর্শ হিন্দু সমাজকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করছে। ১৯২১ সালে তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের সেবা করেন। তিনি অস্পৃশ্যতাকে দূর করে সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠার কথা বলতেন। জনগণের সেবা করার জন্য তিনি 'ভারত সেবাশ্রম' নামে

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখনফল ও বিষয়বস্তুর ধারায় A+ গ্রেড সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নের মান ১০

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের শিখনফল সূত্র সংবলিত

প্রশ্ন ১ ▶ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ১নং সৃজনশীল প্রশ্ন

শংকর বেশ কিছুদিন হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে কোনো চাকরি জোগাড় করতে না পেরে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ সময় তার ছোটবেলার বন্ধু দুর্জয় শংকরকে একটি আশ্রমে নিয়ে যায়। এ আশ্রমে কারও কাছ থেকে কোনো চাঁদা বা সাহায্য নেওয়া হয় না। এরা নিজেদের অর্থের সংস্থান নিজেরাই করে। শংকর এ আশ্রমের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করে এবং সকল ভেদাভেদ ভুলে সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করে।

ক. অবতারবাদ কী? ১

খ. একেশ্বরবাদ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. শংকর কোন মহাপুরুষের মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়? তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে উক্ত মহাপুরুষের মতাদর্শের শিক্ষা মূল্যায়ন কর। ৪

▶ শিখনফল ২

১নং প্রশ্নের উত্তর :

ক ভগবান স্বয়ং বা তাঁর কোনো দেব-দেবী মনুষ্যাদির মূর্তি ধারণ করে ভগবানের অপ্রাকৃত নিত্যধাম থেকে নেমে আসাকে অবতার বলা হয়। আর অবতার সম্পর্কে যে দার্শনিক চিন্তাভাবনা, তা অবতারবাদ নামে পরিচিত।

খ বেদ ও উপনিষদে বলা হয়েছে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর একাধিক নয়। এই যে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস, তাকে একেশ্বরবাদ বলে। আবার অবতার ও দেব-দেবী একই ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এ বিশ্বাসই একেশ্বরবাদ। সুতরাং একেশ্বরবাদ হিন্দুধর্মের একটি বিশ্বাস।

গ শংকর স্বামী স্বরূপানন্দের মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের চাঁদপুর শহরে শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস বাংলাদেশের চাঁদপুর শহরে আবির্ভূত হন। তিনি 'অযাচক আশ্রম' এর প্রতিষ্ঠাতা। এ আশ্রমে অন্যের কাছ থেকে কোনো চাঁদা নেওয়া হয় না;

এরা নিজেদের অর্থের সংস্থান নিজেরাই করেন। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি স্বামী স্বরূপানন্দের আদর্শকে রূপদান করার লক্ষ্যে চরিত্র গঠন আন্দোলন শুরু হয়। এর মূল আবেদন, "আমি ভালো মানুষ হব এবং অপরকে ভালো হতে সহায়তা দিব।" শংকর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষে অযাচক আশ্রমের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

ঘ উদ্দীপকের আলোচিত মহাপুরুষ হচ্ছেন শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস। তিনি ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের চাঁদপুর শহরে আবির্ভূত হন। তিনি 'অযাচক আশ্রম' এর প্রতিষ্ঠাতা। অযাচক আশ্রমের বৈশিষ্ট্য হল ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমবেত উপাসনায় চরিত্র গঠন, সমাজ সংস্কার, ব্রহ্মচর্য স্বাবলম্বন ও জগতের কল্যাণের কাজে নিযুক্ত থাকা। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অর্থ যাচঞা না করা এ সংগঠনের আদর্শ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগিতায় ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি স্বামী স্বরূপানন্দের আদর্শকে রূপদান করার লক্ষ্যে চরিত্র গঠন আন্দোলন শুরু হয়। এর মূল আবেদন, "আমি ভালো মানুষ হব এবং অপরকে ভালো হতে সহায়তা দিব।" স্বামী স্বরূপানন্দের মতাদর্শ থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, সকলকে সমানভাবে ভালোবাসতে হবে। স্বামী স্বরূপানন্দ রচিত গ্রন্থাদি ও সংগীত সমাজের কল্যাণ সাধনে বিশেষ অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে।

অধ্যায় ২

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

প্রশ্ন ২ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০২৪

রঞ্জন বাবু একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠনের মাধ্যমে তিনি সবাইকে চরিত্রবান ও স্বাবলম্বী হয়ে সমাজের মঙ্গলজনক কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। অন্যদিকে, বলাই বাবুও একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তার সংগঠনের সদস্যরা ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে জীবন পরিচালনা করেন। তারা আদর্শ সংসারী হওয়ার চেষ্টা করেন।

ক. ভক্তি কাকে বলে? ১
খ. ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. বলাই বাবু কোন মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করেন? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. যে মহাপুরুষের প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের সাথে রঞ্জন বাবুর সংগঠনের সাদৃশ্য রয়েছে তার মুখ্য উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ২

ক ভগবানে ঐকান্তিক প্রেম বা ভালোবাসাকে ভক্তি বলে।

খ ব্রহ্ম যখন জীব ও জগতের ওপর প্রভুত্ব করেন তখন তাকে ঈশ্বর বলা হয়।

ব্রহ্ম শব্দের অর্থ সর্ববৃহৎ 'বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম'। যার থেকে বড় কেউ নেই। যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা এবং যাঁর মধ্যে সকল কিছু অবস্থান ও বিলয় তিনিই ব্রহ্ম। তিনি নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, সর্বজ্ঞ, নিরাকার, নির্গুণ ও সর্বব্যাপী। ব্রহ্মকে পরমাত্মাও বলা হয়। তিনি যখন জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন তখন তাকে জীবাত্মা বলা হয়। আবার তিনি স্বয়ম্ভু, অর্থাৎ তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি এবং সকল কিছুর নিয়ন্তা তিনি। তাই ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলা হয়।

গ বলাই বাবু ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের আদর্শ অনুসরণ করেছেন।

উদ্দীপকে দেখতে পাচ্ছি যে, বলাই বাবু একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তার সংগঠনের সদস্যরা ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে জীবন পরিচালনা করেন। এবং তারা আদর্শ সংসারী হওয়ার চেষ্টা করেন।

ঠিক যেমনটা আমরা পাঠ্যপুস্তকের পঠিত মহাপুরুষ ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সাথে মিল পাই। তিনি 'সৎসঙ্গ' নামে একটি ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সৎসঙ্গের আদর্শ হচ্ছে ধর্ম কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয় বরং বিজ্ঞানসিদ্ধ জীবন সূত্র। ভালোবাসাই মহামূল্য যা দিয়ে শান্তি কেনা যায়। এ সংঘের ৫টি মূলনীতি হচ্ছে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী ও সদাচার। আর এ সংঘের মূল স্তম্ভ হিসেবে শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও সুবিবাহ নীতিগুলো অনুশীলিত হচ্ছে। এমনকি এভাবেই ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একত্রিত করে জীবন গঠনই সৎসঙ্গীদের আদর্শ। তার ছড়া, কবিতা, প্রার্থনা, গীত, সংকীর্তন, গান এগুলো বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে। এছাড়াও তারা চায় আদর্শ মানুষ, আদর্শ গৃহী, আদর্শ ধর্মযাজক করে তুলতে।

সুতরাং বলতে পারি যে, বলাই বাবুর মধ্যে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ভাবধারা প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের রঞ্জনবাবুর সাথে স্বামী স্বরূপানন্দের প্রতিষ্ঠিত সংগঠন 'অখণ্ডমণ্ডলী তথা অযাচক আশ্রম এর সাদৃশ্য রয়েছে। নিচে স্বামী স্বরূপানন্দের প্রতিষ্ঠিত 'অযাচক আশ্রম' সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করা হলো–

উদ্দীপকে দেখতে পাই, রঞ্জনবাবু অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। যার মাধ্যমে তিনি সবাইকে চরিত্রবান ও স্বাবলম্বী করে সমাজে মঙ্গলজনক কাজে উদ্বুদ্ধ করেন।

এখানে হিন্দুধর্ম বিকাশের স্তরে যে নতুন নতুন ধর্মচর্চায় রূপ প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে অখণ্ডমণ্ডলীর সে অবদানকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এঁদের সংগঠনের নাম অযাচক আশ্রম যা স্বামী স্বরূপানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই অযাচক নামটির মধ্যেই এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অর্থ যাচঞা না করা এ সংগঠনের আদর্শ। স্বাবলম্বী হয়ে সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করাই হচ্ছে এ সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য। অযাচক আশ্রমের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমবেত উপাসনায় চরিত্র গঠন। সমাজ সংস্কার, বহ্মচর্য ও জগতের কল্যাণে নিযুক্ত থাকা। এবং এই আদর্শকে রূপদান করার লক্ষ্যে চরিত্র গঠন আন্দোলন শুরু হয়। যার মূল আবেদন 'আমি ভালো মানুষ হব এবং অপরকে ভালো হতে সহায়তা দিব'। এবং স্বামী স্বরূপানন্দের রচিত গ্রন্থ, সংগীত সমাজের কল্যাণ সাধনে বিশেষ অবদান রাখতে সহায়তা করেছে।

পরিশেষে বলতে পারি, স্বামী স্বরূপানন্দ এবং রঞ্জনবাবুর প্রতিষ্ঠিত যে সংগঠন তার মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে সমাজ তথা অপরের কল্যাণে নিয়োজিত থাকা।

প্রশ্ন ৩ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪

রবেন বাবু একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনটির নামের মধ্যেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। সংগঠনের কাজের জন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে কোনো টাকা-পয়সা চেয়ে নেওয়া যাবে না। আত্মনির্ভরশীল হয়ে সমাজের কল্যাণে কাজ করাই এ সংগঠনের উদ্দেশ্য। অন্যদিকে, রমেশ বাবু কিছু ভালো লোক নিয়ে আর একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনটি পাঁচটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একসাথে করে জীবন গঠন করা —এ সংগঠনের কাজ।

ক. নৃযজ্ঞ কী? ১
খ. ভক্তিযোগ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. রবেন বাবুর কর্মকাণ্ডের সাথে কোন মহা পুরুষের মিল আছে, তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের রমেশ বাবুর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের প্রধান নীতিগুলোর মাধ্যমে কি আদর্শ মানুষ গড়ে তোলা সম্ভব? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

▸ শিখনফল ২

৩নং প্রশ্নের উত্তর :

ক অতিথি সেবাকে বলা হয় নৃযজ্ঞ।

খ ভক্তিকে অবলম্বন করে যে ঈশ্বর আরাধনা তাকে ভক্তিযোগ বলে। ভক্তিকে অবলম্বন করে ভগবানের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করা ভক্তিযোগ। ভক্তির অশেষ শক্তি, ভক্তিতেই মুক্তি। ভগবানের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণই ভক্তিযোগের প্রধান কথা। ভক্তিযোগে ভক্তের চিত্তে ভগবানের অশেষ করুণা ও সর্বশক্তিমত্তায় থাকে গভীর বিশ্বাস। এই বিশ্বাস অবলম্বন করে ভক্ত ভগবানকে একমাত্র আশ্রয়স্থল মনে করে। ভগবান একমাত্র গতি। এই অনুভূতি নিয়ে ভগবানে আত্মসমর্পণই ভক্তিমার্গের প্রধান ভাব।

গ রবেন বাবুর কর্মকান্ডের সাথে স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসের মিল রয়েছে। স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস ১৮৯৩ সালে বাংলাদেশের চাঁদপুর শহরে আবির্ভূত হন। তিনি 'অযাচক আশ্রম' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। অযাচক আশ্রমের নামটির মধ্যেই এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অর্থ যাচ্ঞা না করা এ সংগঠনের আদর্শ। স্বাবলম্বী হয়ে সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করাই এ সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য। অযাচক আশ্রমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমবেত উপাসনায় চরিত্র গঠন, সমাজ সংস্কার, ব্রহ্মচর্য, স্বাবলম্বন ও জগতের কল্যাণের কাজে নিযুক্ত থাকা। স্বামী স্বরূপানন্দের আদর্শকে রূপদান করার লক্ষ্যে চরিত্র গঠন আন্দোলন শুরু হয় ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি। এর মূল আবেদন 'আমি ভালো মানুষ হব এবং অপরকে ভালো হতে সহায়তা দিব'।
উদ্দীপকের রবেন বাবুর সংগঠনের মূলনীতি, স্বামী স্বরূপানন্দের অযাচক আশ্রমের মূলনীতি একই। তাই বলা যায়, রবেন বাবুর কর্মকান্ডের সাথে স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস এর মিল রয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের রমেশ বাবুর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের প্রধান নীতিগুলোর মাধ্যমে আদর্শ মানুষ গড়ে তোলা সম্ভব। যেমনটা আমাদের পাঠ্যবইয়ের ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের আলোচনায় প্রতিফলিত হয়েছে।
পাঠ্যবইয়ে আমরা জেনেছি ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র 'সৎসঙ্গ' নামে একটি ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠনটি পাঁচটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। মূলনীতিগুলো হলো— যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী ও সদাচার। আর এ সংঘের মূল স্তম্ভ হিসেবে শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও সুবিবাহ নীতিগুলো অনুশীলিত হচ্ছে। সৎসঙ্গ চায় আদর্শ মানুষ, আদর্শ গৃহী, আদর্শ ধর্মযাজক।
তেমনি উদ্দীপকেও দেখতে পাই, রমেশ বাবু কিছু ভালো লোকদের নিয়ে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনটি পাঁচটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একসাথে করে জীবন গঠন করা এ সংগঠনের কাজ। যা ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সৎসঙ্গের নীতিকে নির্দেশ করছে। এ নীতিগুলো অনুসরণ করলে আমরা যেমন ধর্মীয় দিকে অগ্রসর হব তেমনই বিজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হব। এ সংগঠনের নীতি মেনে চললে মানুষ ধার্মিকে পরিণত হবে। তার দ্বারা কোনো অধর্ম হবে না। ফলে সে একজন আদর্শ মানুষে পরিণত হবে।

প্রশ্ন ৪ ▸ ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪

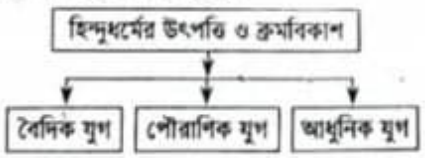

ক. প্রত্যাহার কাকে বলে? ১
খ. স্মৃতিশাস্ত্র কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তুমি যদি জাগতিক জীবনে মঙ্গল লাভ করতে চাও, তাহলে কোন যুগের ধর্ম বৈশিষ্ট্যকে বেছে নেবে? তোমার পাঠ্যের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. 'আধুনিক যুগে বিভিন্ন মহাপুরুষের উপাসনা হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সামাজিক ও ধর্মীয় মতভেদ সৃষ্টি করছে।'— উক্তিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

▸ শিখনফল ১

৪নং প্রশ্নের উত্তর :

ক দেহের ইন্দ্রিয়গুলোকে নিজ নিজ বিষয় হতে মুক্ত করে চিত্তের অনুগামী করার নাম প্রত্যাহার।

খ বৈদিক শিক্ষার কর্ম ও জ্ঞান—দুই মতের সংযোগ স্থাপন করে সৃষ্টি হয় স্মৃতিশাস্ত্র। এখানে এসে জানা যায় মোক্ষলাভের জন্য কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজন রয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্রে হিন্দুসমাজ পরিচালনার বিধিবিধান সন্নিবেশিত রয়েছে।

গ জাগতিক জীবনে মঙ্গল লাভ করতে চাইলে আমি বৈদিক যুগের ধর্ম বৈশিষ্ট্যকে বেছে নেব।

বেদ হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ। বৈদিক ধর্মগ্রন্থসমূহের রয়েছে চারটি ভাগ। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ। বৈদিক যুগের ঋষিদের ধর্মীয় চিন্তাচেতনায় জাগতিক এবং পারমার্থিক উভয়বিধ কল্যাণ অর্জনের উদ্দেশ্য ছিল। বৈদিক যুগের ঋষিগণ ছিলেন সুখবাদী, জীবনবাদী। বৈদিক যুগের প্রার্থনায় দেখা যায়, জীবনে সমৃদ্ধি, জীবনের প্রতি স্নেহ-প্রীতি এবং জগতের শান্তিকামনা। এই প্রার্থনাগুলোর মধ্য দিয়ে এক পরমশক্তি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে। বৈদিক যুগে ধর্মানুষ্ঠানের রূপ ছিল যজ্ঞক্রিয়া। যজ্ঞকর্মের অনুশীলন করে মানুষ অভীষ্ট কর্মফল লাভ করতে পারত। বৈদিক যুগে জাগতিক কল্যাণ এবং পারমার্থিক মঙ্গল লাভকে মূলত ধর্ম বলা হতো।

তাই বলা যায়, জাগতিক জীবনে মঙ্গল লাভ করতে চাইলে আমি বৈদিক যুগের ধর্ম বৈশিষ্ট্যকে বেছে নেব।

ঘ 'আধুনিক যুগে বিভিন্ন মহাপুরুষের উপাসনা হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সামাজিক ও ধর্মীয় মতভেদ সৃষ্টি করছে'— আলোচ্য উক্তিটি যথার্থ বলে আমি মনে করি। নিম্নে পাঠ্য বইয়ের আলোকে উক্তিটির বিশ্লেষণ করা হলো—

উনবিংশ শতকে হিন্দুধর্মে তথা বাংলাদেশের হিন্দুধর্মে এক বিশেষ চিন্তাচেতনার বিকাশ লক্ষ করা যায়। বিজ্ঞানমনস্ক সুধীগণ সনাতন তথা হিন্দুধর্মের প্রচলিত পূজাপার্বণ, ধ্যানধারণা ইত্যাদি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তারা মনে করেন, যুক্তিসংগত নির্দেশ ছাড়া সামাজিক আচার-আচরণে যে প্রচলিত ধর্মীয় বিধিবিধান সেগুলো সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। শাস্ত্রেও বলা হয়েছে, 'যুক্তিহীন বিচারেন ধর্মহানিঃ প্রজায়তে"— যুক্তিহীন বিচারে ধর্মের হানি ঘটে। ধীরে ধীরে দেখা যায়, বিভিন্ন মহাপুরুষের আগমন ঘটে। তারা নিজস্ব মতবাদ প্রচার করতে গিয়ে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় মতভেদ সৃষ্টি করেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল রাজা রামমোহন রায়ের একেশ্বরবাদী ধারণা, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অমর উপদেশ— 'যত মত, তত পথ'; 'যত্র জীব, তত্র শিব'। এছাড়াও রয়েছেন হরিচাঁদ ঠাকুর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, স্বামী স্বরূপানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দ, বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মতাদর্শ।

অতএব বলা যায়, আধুনিক যুগে বিখ্যাত এ মহাপুরুষের উপাসনা হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সামাজিক ও ধর্মীয় মতভেদ সৃষ্টি করেছে।

প্রশ্ন ৫ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০২৩

বিজন বাবু একজন সিদ্ধপুরুষ। তিনি মানুষের সুখশান্তির কথা চিন্তা করে সেবা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষের সেবার ভার নিজেই গ্রহণ করেন। তাঁকে স্মরণ করলে সকল বিপদ-আপদ থেকে তিনি আমাদের রক্ষা করেন। তার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমটি বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। অন্যদিকে, রাজন বাবু উনবিংশ শতকে লক্ষ করেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন দেবদেবীর পূজা নিয়ে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে শক্তিহীন হয়ে পড়ছে। তখন তিনি বলেন, "সকল উপাস্য একই ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ" সকলকে ব্রহ্মের সাধনার কথা জানালেন।

ক. জ্ঞানযোগ কাকে বলে? ১
খ. কোন আশ্রমের মাধ্যমে শিক্ষাজীবন শেষ করতে হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. বিজন বাবুর মধ্যে কোন মনীষীর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের রাজন বাবুর মধ্যে যে যুক্তিবাদী সংস্কারকের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় উক্ত সংস্কারকের কাজের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর : ▶ শিখনফল ২

ক জ্ঞানের পথে স্রষ্টাকে জানার জন্য যে সাধনা করা হয়, তাকে জ্ঞানযোগ বলে।

খ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মাধ্যমে শিক্ষাজীবন শেষ করতে হয়।

মানুষের পাঁচ বছর বয়স হলেই তাকে গুরুগৃহে গমন করে শিক্ষাজীবন শুরু করতে হয়। এ সময় গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ, তার তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করতে হয় এবং শিষ্যকে গুরুর নির্দেশ, আত্মসংযম, শাস্ত্র অধ্যয়ন করা থেকে শুরু করে বিবিধ কঠোর জীবনযাপন করতে হয়।

গ বিজন বাবুর মধ্যে বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। তার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমটি নারায়ণগঞ্জ জেলায় অবস্থিত।

বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পরও লোকসেবা বা লোকশিক্ষার জন্য সাধারণ মানুষের মাঝে নেমে আসেন। হিন্দুধর্মের বিকাশের স্তরে স্তরে যে নতুন নতুন ধর্মচর্চার রূপ প্রকাশিত হয়েছে তার পথ ধরেই লোকনাথ বাবার আবির্ভাব ঘটেছে। উদ্দীপকের বিজন বাবুর ক্ষেত্রে যেসব বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে তা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর বিশেষত্বকেই উন্মোচন করে। বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ জেলার বারদীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে জনগণের সেবা করতে শুরু করেন। সততা, নিষ্ঠা, সংযম, সাম্য ও সেবা ছিল তাঁর নৈতিক আদর্শের মূলমন্ত্র। তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা তাঁকে গুরু হিসেবেই বিবেচনা করতেন। রণে, বনে, জলে, জঙ্গলে সর্বদা তিনি আমাদের রক্ষা করেন। তাই বলা যায়, বিজন বাবু যে মনীষীর প্রতিনিধিত্ব করছেন তিনি হলেন বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী।

ঘ উদ্দীপকের রাজন বাবু যে যুক্তিবাদী সংস্কারকের ইঙ্গিত বহন করছে তিনি হলেন রাজা রামমোহন রায়। সংস্কারমূলক কাজে তার গুরুত্ব অপরিসীম।

উনবিংশ শতকে হিন্দুধর্মে এক বিশেষ চিন্তাচেতনার বিকাশ লক্ষ করা যায়। বিজ্ঞানমনস্ক সুধীজন সনাতন তথা হিন্দুধর্মের প্রচলিত পূজাপার্বণ, ধ্যানধারণা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তাদের লক্ষ্য যুক্তিসংগত নির্দেশ ছাড়া সামাজিক আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে যে ধর্মীয় বিধিবিধান প্রতিফলিত হয়, সেগুলোর সংস্কারের প্রয়োজন। আর তাই যুক্তিবাদী সংস্কারক মনীষীদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উদ্দীপকের রাজন বাবু উক্ত মনীষীর পথই অনুসরণ করেছেন। যুক্তিবাদী সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় লক্ষ করেন, বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসক হয়ে এক হিন্দু সম্প্রদায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী চিন্তায় সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। তখন তিনি ব্রহ্মের উপাসনা তত্ত্বকে উপস্থাপিত করেন। এভাবে তিনি হিন্দুধর্মাবলম্বীদের এক ব্রহ্মকে সাধনার আহ্বান জানান। স্থাপন করেন ব্রাহ্মসমাজ। তিনি বলেন, ব্রহ্মই একমাত্র আরাধ্য। বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে এমন যুক্তিবাদী ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাদের চিন্তাভাবনা এবং ধ্যানধারণাই হিন্দু সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত রাখতে পারে।

প্রশ্ন ৬ ▶ রাজশাহী বোর্ড ২০২৩

দৃশ্যকল্প-১ : শিক্ষক মশাই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের এক বিশেষ সময়ের কথা বললেন। সেসময় ধর্মানুষ্ঠানের রূপ ছিল যজ্ঞক্রিয়া ও ঋষিগণ ছিলেন সুখবাদী আর জীবনবাদী।

দৃশ্যকল্প-২ : মোহিনী বাবু একটি ধর্মীয় সংগঠনের সাথে যুক্ত। যার মূলনীতি হলো পাঁচটি। এ সংঘের মূল স্তম্ভ শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও সুবিবাহ।

ক. মতুয়া ধর্মের মূলমন্ত্র কী? ১
খ. ভক্তিযোগ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শিক্ষক মশাই, শিক্ষার্থীদের হিন্দুধর্মের বিকাশমান কোন স্তরটির কথা বলেছেন? পাঠ্যপুস্তকের আলোক ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মোহিনী বাবু যে সংগঠনের সাথে যুক্ত সেই সংগঠনের আদর্শ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর : ▶ শিখনফল ২

ক মতুয়া ধর্মের মূলমন্ত্র হচ্ছে ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে হরিনামে মেতে থাকা।

খ ভক্তিকে অবলম্বন করে যে ঈশ্বর আরাধনা তাকে ভক্তিযোগ বলে। ভক্তির অশেষ শক্তি, ভক্তিতেই মুক্তি। ভক্তি মানব হৃদয়ের একটি সুকুমার বৃত্তি। ভক্তিযোগে ভক্তের চিত্তে ভগবানের অশেষ করুণা ও সর্বশক্তিমত্তায় থাকে গভীর বিশ্বাস। এই বিশ্বাস অবলম্বন করে ভক্ত ভগবানকে একমাত্র আশ্রয়স্থল মনে করেন। ভগবান একমাত্র গতি। এই অনুভূতি নিয়ে ভগবানে আত্মসমর্পণই ভক্তিমার্গের প্রধান ভাব। অর্থাৎ, ভগবানে শরণাগতি বা আত্মসমর্পণ ভক্তিযোগের সারকথা।

গ শিক্ষক মশাই, শিক্ষার্থীদের হিন্দুধর্মের বিকাশমান যে স্তরটির কথা বলেছেন তা হচ্ছে বৈদিক যুগ। এ যুগের ধর্মানুষ্ঠানের রূপ ছিল যজ্ঞক্রিয়া এবং ঋষিগণ ছিলেন সুখবাদী আর জীবনবাদী।

হিন্দুধর্মের বিকাশমান বৈশিষ্ট্যের অন্যতম প্রধান স্তর হচ্ছে বৈদিক যুগ। এই যুগে ঋষিগণ ছিলেন সুখবাদী ও জীবনবাদী। তাদের প্রার্থনায় রয়েছে জীবনে সমৃদ্ধি, জীবের প্রতি স্নেহপরায়ণতা এবং জগতের মঙ্গল কামনা করা। এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এক পরম শক্তি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা হয়। একে বলা হয় ঈশ্বরবাদ। তাই বলা হয়ে থাকে বৈদিক যুগের ঋষিদের মধ্যে ধর্মীয় চিন্তাচেতনায় জাগতিক এবং পারমার্থিক উভয়বিধ কল্যাণ অর্জনের উদ্দেশ্য ছিল।

বৈদিক যুগে ধর্মানুষ্ঠানের প্রধান রূপ ছিল যজ্ঞক্রিয়া বা যজ্ঞানুষ্ঠান। যজ্ঞকর্মের মাধ্যমে সেকালের মানুষ অভীষ্ট কর্মফল লাভ করতে পারতেন। এমনকি স্বর্গলাভও করতে পারতেন। বৈদিক যুগের ঋষিগণ বুঝতেন, জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মোক্ষলাভ করা। আর মোক্ষলাভের জন্য কাম্যকর্ম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। তাই বৈদিক যুগে মোক্ষলাভের সহায়ক ধর্মচিন্তায় সন্ন্যাসবাদের আবির্ভাব ঘটে। এ যুগেই ব্রহ্মলাভের পথ সহজ করার জন্য মহর্ষি বাদরায়ণ বেদব্যাস 'ব্রহ্মসূত্র' গ্রন্থে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন।

ঘ মোহিনীবাবু যে সংগঠনের সাথে যুক্ত তা হলো অনুকূল ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংগঠন সৎসঙ্গ। এ সংগঠনের আদর্শ বিজ্ঞানসম্মত।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র 'সৎসঙ্গ' নামে একটি ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সৎসঙ্গের আদর্শ হচ্ছে– ধর্ম কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয় বরং বিজ্ঞানসিদ্ধ জীবনসূত্র। ভালোবাসাই মহামূল্য যা দিয়ে শান্তি কেনা যায়। এ সংঘের পাঁচটি মূলনীতি হচ্ছে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী ও সদাচার। আর এ সংঘের মূল স্তম্ভ হিসেবে শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও সুবিবাহ নীতিগুলো অনুশীলিত হয়। এমনভাবে ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একত্রিত করে জীবন গঠনই সৎসঙ্গীদের আদর্শ। সৎসঙ্গ চায় আদর্শ মানুষ, আদর্শ গৃহী, আদর্শ ধর্মযাজক।

উদ্দীপকে মোহিনী বাবু একটি ধর্মীয় সংগঠনের সাথে যুক্ত। যার মূলনীতি হলো পাঁচটি। এ সংঘের মূল স্তম্ভ শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও সুবিবাহ। এগুলো ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংগঠন সৎসঙ্গের মূল স্তম্ভ। তাই আমরা বলতে পারি, মোহিনীবাবু সৎসঙ্গ ।মক সংগঠনের সাথে যুক্ত।

প্রশ্ন ৭ ▸ যশোর বোর্ড ২০২৩

বিজয় বাবু উচ্চশিক্ষিত এবং যুক্তিবাদী সমাজ সংস্কারক। তিনি লক্ষ করেন তার এলাকায় বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসক হয়ে হিন্দুরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী চিন্তায় সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। তাই তিনি হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য এক ব্রহ্মকে আহ্বান করেন। অপরদিকে, সুকেশ বাবু সৎসঙ্গের অনুসারী। তিনি মনে করেন ধর্ম কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয় বরং বিজ্ঞানসিদ্ধ। ভালোবাসাই একমাত্র উপায় যা দিয়ে শান্তি স্থাপন করা যায়।

ক. বেদ শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'স্মৃতিশাস্ত্র' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. বিজয় বাবুর চিন্তাচেতনা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. সমাজে শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য সুকেশ বাবু অনুসারিত সংঘ খুবই গুরুত্বপূর্ণ– মূল্যায়ন কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ২

ক বেদ শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্ঞান।

খ বৈদিক শিক্ষার কর্ম ও জ্ঞান– এ দুই মতের সংযোগ স্থাপন করে সৃষ্টি হয় স্মৃতিশাস্ত্র। এ শাস্ত্রে মোক্ষলাভের জন্য কর্ম ও জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া জীবনচর্চার পদ্ধতি হিসেবে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস– এ চার আশ্রমের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম দুই আশ্রমে কর্মযোগ এবং শেষের দুই আশ্রমে জ্ঞান যোগের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এ গ্রন্থে। সর্বোপরি হিন্দু সমাজ পরিচালনার বিধিবিধানের এক অপূর্ব সমন্বয় হচ্ছে এ স্মৃতিশাস্ত্র।

গ বিজয় বাবুর চিন্তাচেতনায় মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায়।

উনবিংশ শতকে বাংলাদেশের হিন্দুধর্মে রাজা রামমোহন রায় লক্ষ করেন, দেবদেবীর উপাসক হয়ে এক হিন্দু সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীচিন্তায় সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। কিন্তু সকল উপাস্য যে একই ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ, হিন্দু সম্প্রদায় তা ভুলতে বসেছে। তখন তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য এক ব্রহ্ম সাধনার আহ্বান জানালেন।

উদ্দীপকের বিজয় বাবুও তার এলাকার ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর উপাসকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীচিন্তায় বিভক্ত হতে দেখেন। তা দেখে তিনি তাদের সবাইকে বলেন ব্রহ্ম সাধনা করার জন্য। তিনি সবার মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য এক ব্রহ্মকে সাধনার আহ্বান জানান। আমরা রাজা রামমোহন রায়ের কর্মকাণ্ডে দেখতে পাই তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসকদের একই ব্রহ্ম সাধনায় নিয়ে আসেন। তার এই আদর্শের অনুসারী হয়েই বিজয় বাবু উদ্দীপকের কাজটি করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের সুকেশ বাবু সৎসঙ্গের অনুসারী। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সৎসঙ্গ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ১৮৮৮ সালে পাবনা জেলার হিমাইতপুর গ্রামে আবির্ভূত হন। তিনি নিজের আদর্শে সৎসঙ্গ নামে একটি ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনের আদর্শ হচ্ছে ধর্ম কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয় বরং বিজ্ঞানসিদ্ধ জীবনসূত্র। ভালোবাসাই মহামূল্য যা দিয়ে শান্তি কেনা যায়। এ প্রতিষ্ঠানের পাঁচটি মূলনীতি হলো– যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী ও সদাচার। আর এর মূল স্তম্ভ হিসেবে শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও সুবিবাহ নীতিগুলো অনুশীলিত হচ্ছে। এভাবে ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একত্রিত করে জীবন গঠনই সৎসঙ্গীদের আদর্শ। সৎসঙ্গ চায় আদর্শ মানুষ, আদর্শ গৃহী ও আদর্শ ধর্মযাজক। সৎসঙ্গের এসব আদর্শ অনুসরণ করলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়।

উদ্দীপকের সুকেশ বাবু সৎসঙ্গের অনুসারী। তিনিও মনে করেন, ধর্ম কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয় বরং বিজ্ঞানসিদ্ধ। ভালোবাসাই মহামূল্য যা দিয়ে শান্তি কেনা যায় এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা যায়। তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সুকেশ বাবুর অনুসারিত সৎসঙ্গ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ৮ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩

উৎপল বাবু একটি ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনটি ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একীভূত করে আদর্শ মানুষ তৈরিতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, শেখর বাবু দেবদেবীর আরাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেতে চান। তিনি মনে করেন, যে যেভাবেই আরাধনা করুক না কেন শেষপর্যন্ত এক ঈশ্বরের নিকটই পৌঁছাবে।

ক. কাকে দাহিকাশক্তির অধিকারী বলা হয়? ১

খ. 'যুক্তিহীন বিচারেন ধর্মহানিঃ প্রজায়তে'–ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উৎপল বাবুর সংগঠনটির সাথে পাঠ্যপুস্তকের কোন সংগঠনের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের আলোকে শেখর বাবুর চিন্তার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ২

ক অগ্নিকে দাহিকা শক্তির অধিকারী বলা হয়।

খ 'যুক্তিহীন বিচারেন ধর্মহানিঃ প্রজায়তে'-এর অর্থ হলো– যুক্তিহীন বিচারে ধর্মের হানি ঘটে। বিজ্ঞানমনস্ক সুধীজন সনাতন ধর্মের প্রচলিত পূজা-পার্বণ, ধ্যানধারণা ইত্যাদি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে এর সংস্কার করতে চান। এই সংস্কার যদি যুক্তিসংগত হয় তাহলে ধর্ম ও ধার্মিক উভয়েই উপকৃত হবে। যেমন– রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা। অপরদিকে, যদি এই সংস্কার বা বিচার যুক্তিহীন হয় তাহলে ধর্মের হানি ঘটবে। তাই বলা হয়, "যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে"।

গ উৎপল বাবুর সংগঠনটির সাথে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত সৎসঙ্গ আশ্রমের মিল আছে। সৎসঙ্গ আশ্রমের আদর্শ হচ্ছে ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একীভূত করে আদর্শ মানুষ তৈরিতে সাহায্য করা।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র 'সৎসঙ্গ' নামে একটি ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সৎসঙ্গের আদর্শ হচ্ছে– ধর্ম কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয় বরং বিজ্ঞানসিদ্ধ জীবনসূত্র। ভালোবাসাই মহামূল্য যা দিয়ে শান্তি কেনা যায়। এ সংঘের পাঁচটি মূলনীতি হচ্ছে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী ও সদাচার। আর এ সংঘের মূল স্তম্ভ হিসেবে শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও সুবিবাহ নীতিগুলো অনুশীলিত হয়। এমনিভাবে ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একত্রিত করে জীবন গঠনই সৎসঙ্গীদের আদর্শ। সৎসঙ্গ চায় আদর্শ মানুষ, আদর্শ গৃহী, আদর্শ ধর্মযাজক।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, উৎপল বাবু একটি ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনটি ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একীভূত করে আদর্শ মানুষ তৈরিতে সাহায্য করে যা অনুকূলচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সৎসঙ্গ আশ্রমের আদর্শ। তাই বলা যায়, এটি ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সৎসঙ্গ' নামক সংগঠনের সাথে মিল রয়েছে।

ঘ শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের অর্থাৎ 'যত মত, তত পথ'-এর আলোকে শেখর বাবুর চিন্তার যৌক্তিকতা অপরিসীম।

শাস্ত্রবচনে উল্লেখ রয়েছে, 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' অর্থাৎ দেব-দেবী ঈশ্বরের এক বা একাধিক শক্তি বা গুণের প্রকাশ। বস্তুত হিন্দুধর্মে বিভিন্ন মতাদর্শের অনুসরণ করা হয়ে থাকে। শাক্ত, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক প্রভৃতি মতাদর্শের অনুসারীরা ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে সাধনা করে থাকেন। তবে সব সাধনপথেই সিদ্ধিলাভ করা যায়। কেননা, সব মতের লক্ষ্য একটাই, ঈশ্বর লাভ করা। ব্রহ্মই একমাত্র আরাধ্য। তাই উদ্দীপকের শেখর বাবু দেবদেবীর আরাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেতে চান। তিনি মনে করেন যেভাবে আরাধনা করা হোক এক ঈশ্বরের নিকটই পৌঁছাবে।

মনীষী শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'যত মত, তত পথ'। অর্থাৎ ঈশ্বর সম্পর্কে বিভিন্ন মত যেমন রয়েছে তেমনি তাকে পাওয়ার পথও বিভিন্ন। এ কারণে আমাদের সকল মতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই আদর্শ উদ্দীপকের শেখর বাবুর মাঝেও দৃশ্যমান। তিনি মনে করেন যে যেভাবে আরাধনা করুক না কেন মূল লক্ষ্য হচ্ছে ঈশ্বর লাভ। শেখর বাবুর ঈশ্বর সম্পর্কিত আরাধনার ধরন অত্যন্ত যৌক্তিক।

প্রশ্ন ৯ ▸ সিলেট বোর্ড ২০২৩

গোপাল ও গৌতম দুই বন্ধু। গোপাল কৃষ্ণ ভক্ত। সে গ্রামের এক ধর্মবিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ করে। সেখানে প্রভুপাদ অদ্বৈত আচার্যের বক্তব্য শুনল। তিনি বললেন, হিন্দুধর্মে একটা যুগে ধর্মগ্রন্থ গীতা ও ভক্তিবাদ সমৃদ্ধ ছিল। অন্যদিকে, গৌতম শিব উপাসক। তিনি মনে করেন শৈব উপাসনায় ঈশ্বর লাভ সম্ভব। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে মতবিরোধ হয়। একসময় দুজনে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে 'যত মত, তত পথ' উভয় মতের লক্ষ্য ঈশ্বর লাভ।

ক. বেদ কী? ১
খ. বৈদিক যুগ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. "প্রভুপাদ অদ্বৈত আচার্য" হিন্দুধর্মের যে যুগের কথা বলেছেন তার সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন যুগের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "যত মত, তত পথ" উক্তিটির সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ২

ক বেদ হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ।

খ বেদ হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ। বৈদিক ধর্মগ্রন্থসমূহের রয়েছে চারটি ভাগ। যথা— সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ। সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ নিয়ে বেদের কর্মকান্ড, আবার আরণ্যক ও উপনিষদ ভাগ দুটি নিয়ে বেদের জ্ঞানকান্ড। বেদের সংহিতা অংশে ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য, বরুণ, উষা, রাত্রি প্রভৃতি দেবদেবীর স্তবস্তুতি রয়েছে। মূলত বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবগণের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ করে অভীষ্ট লাভের প্রার্থনা করা হতো যে যুগে তাকেই বৈদিক যুগ বলা হয়।

গ উদ্দীপকে অদ্বৈত আচার্য হিন্দুধর্মের যে যুগের কথা বলেছেন তা হচ্ছে পৌরাণিক যুগ। কারণ তিনি উক্ত যুগে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভক্তিবাদের কথা উল্লেখ করেছেন।

এই যে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্তমতের উল্লেখ করা হলো, এসব মতের সবগুলোতেই সগুণ ঈশ্বর, জগতের সত্যতা এবং ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হয়েছে। বৈদিক কর্মবাদ ও বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মবাদ থেকে পৌরাণিক ধর্মসমূহের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। শাস্ত্রবচন থেকে জানা যায়, বিষ্ণু, রুদ্র, শক্তির দেবী— এঁরা সবাই এক মূলতত্ত্বের প্রকাশ বা বিকাশ— 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' এক ব্রহ্মকেই মনীষীরা বিভিন্ন নামে ও রূপে অভিহিত করেন। ধর্মচর্চার অবলম্বন হিসেবে ভক্তি সনাতন সাধনার চিন্তাজগতে এক বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রসঙ্গটি স্মরণ করা যায়। ভক্তিপথে ঈশ্বর আরাধনার বিশেষ আহ্বান আছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়। এ গ্রন্থটিতে হিন্দুধর্মের সাধন প্রক্রিয়াগুলোর কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি বিষয় সংরক্ষিত ও সমন্বিত রয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদার আহ্বানে হিন্দুধর্মের সমন্বয় চেতনা বিবৃত হয়েছে। গীতার ভক্তিবাদের প্রকাশ বিভিন্ন পর্যায়ে লক্ষ করা যায়। এখানে ভগবানের আহ্বান রয়েছে— সতত আমাকে স্মরণ কর, আমাতে মনোনিবেশ কর, আমার ভজনা কর, আমাতেই সমস্ত কর্ম সমর্পণ কর, একমাত্র আমারই শরণ লও ইত্যাদি উক্তির মধ্য দিয়ে ভগবতভক্তির উপদেশ লাভ করা যায়। এ ভক্তির ধারাটি আরও বিকাশ লাভ করে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে শ্রীমদ্ভগবত গ্রন্থে।

ঘ "যত মত তত পথ"— উক্তিটি যথার্থ। হিন্দুধর্মের মূলে রয়েছে ঈশ্বর। এ ঈশ্বরকে কেউ নিরাকার আবার কেউ সাকারে উপাসনা করে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

"যে যথা মাং প্রপদন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তান্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥"

অর্থাৎ, যিনি যেভাবে ভজনা করে আমি তাকে সেভাবেই কৃপা করি। হিন্দুধর্ম স্বীকার করে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। ভক্ত যখন মনে করে ঈশ্বর অদ্বিতীয় তখন সে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করে। এ ব্রহ্ম জীবের দেহে আত্মারূপে অবস্থান করেন বলে তাকে দেখা যায় না। এক্ষেত্রে ভক্ত সকল স্থানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের জন্য সে বিশ্বের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যান। আবার কেউ সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। ঈশ্বরের সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশের শক্তি যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। যারা বিষ্ণুর উপাসনা করেন তারা বৈষ্ণব, যারা শিবের উপাসনা করেন তারা শৈব। এভাবে পৃথক পৃথক উপাসক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হলেও বিভিন্ন দার্শনিক মত ও বিশ্বাসের মধ্যে গভীর ঐক্য রয়েছে। সেই ঐক্যের সূত্র হলো সকল দেবতাই এক ব্রহ্মের শক্তি। অর্থাৎ ঈশ্বর এক, ঈশ্বরের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ আরাধনার বহু পথ অনুসরণ করে দেখেছেন যে সবগুলোর লক্ষ্যই এক। বৈষ্ণব শাক্ত, শৈব, তান্ত্রিক, বৈদান্তিক, মতুয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ আলাদা আলাদা পথে সাধনা করলেও এবং আলাদা মত স্থাপন করলেও সকল ধর্মের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে ঈশ্বর লাভ। আর এসব দিক বিবেচনা করেই গোপাল ও গৌতম এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

প্রশ্ন ১০ ▸ দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩

সুরেশ বাবু প্রেমভক্তির মাধ্যমে হরিনাম প্রচার করেন। তিনি হরিনামের মাধ্যমে সমাজ থেকে বর্ণভেদ প্রথা দূর করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সকলেরই হরিনাম প্রচারের সমান অধিকার আছে। অন্যদিকে, বিনয় বাবু একজন মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করেন। উক্ত মহাপুরুষের আদর্শ হলো হরিনামে মেতে থাকা। শ্রীহরিই জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তাই অন্য শিষ্যদের মতো তিনিও সর্বদা শ্রীহরিকে স্মরণ করেন।

ক. 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' —কোন গ্রন্থে বলা হয়েছে? ১
খ. 'হিন্দুধর্ম একাধারে প্রাচীন এবং নবীন'—ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সুরেশ বাবু কোন মহাপুরুষের জীবনাদর্শ অনুসরণ করেন? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. বিনয় বাবু কি মতুয়াধর্মের মূলমন্ত্র অনুসরণ করেন? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ২

ক 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'— ঋগ্বেদে বলা হয়েছে।

খ বৈশিষ্ট্যগত কারণে হিন্দুধর্মকে একাধারে প্রাচীন এবং নবীন বলা হয়েছে। হিন্দুধর্মকে প্রাচীন বলার কারণ হলো এ ধর্ম তার সনাতন ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। আর এ ধর্মকে নবীন বলার কারণ হলো সনাতন ঐতিহ্য বজায় রেখেও এ ধর্ম যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলছে। মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের অনুষঙ্গী হিসেবে সনাতন ধর্মের চিন্তাচেতনায় নতুনত্বের সংযোজন ঘটার কারণেই হিন্দুধর্মকে একাধারে প্রাচীন এবং নবীন বলা হয়েছে।

গ উদ্দীপকের সুরেশ বাবু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনাদর্শ অনুসরণ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনাদর্শ ছিল প্রেমভক্তির মাধ্যমে হরিনাম প্রচার করা।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, সুরেশ বাবু নামক এক ব্যক্তি প্রেমভক্তির মাধ্যমে হরিনাম প্রচার করেন। তিনি হরিনাম প্রচারের মাধ্যমে সমাজ থেকে বর্ণভেদ প্রথা দূর করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সকলেরই হরিনাম প্রচারের অধিকার আছে। এখানে সুরেশ বাবু নামক চরিত্রটিই হলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। হিন্দুধর্ম বিকাশের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমভক্তির তথা ধর্ম আন্দোলনটি বিশেষ অবদান রাখতে সমর্থ হয়।

চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমভক্তির আন্দোলনটি হিন্দুধর্ম চেতনায় বিভিন্ন দেবদেবীর অনুসারীদের বিদ্বেষ ও বর্ণভেদ প্রথা দূর করতে অনেকখানি সক্ষম হয়। প্রেমপূর্ণ ভক্তি দিয়েই পরম আরাধ্য ভগবানকে লাভ করা যায়। চৈতন্য মহাপ্রভুর এই প্রেমভক্তি অনুসরণ করে বাঙালি হিন্দুধর্ম চেতনার গগনে আবির্ভাব ঘটে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের। উপরিউক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, সুরেশ বাবু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনাদর্শ অনুসরণ করেন।